স্বর্গীয় রক্ষীদূত ও দূতগণ
আমাদের সহায়তা করো

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৫ ❖ ২৬ সেপ্টেম্বর - ২ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

কৃতজ্ঞতা: পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার আলোকে ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান

প্রবীণদের যত্নদানে সৃষ্টিকর্তার
আশীর্বাদ গ্রহণ করি

প্রয়াত ঐশ্বী প্যাট্রেসিয়া ডি'কস্তা
জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

"শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর এ রম্যদেশে তুমি আছ।"

মাগো, সময়ের পরাক্রমে আবারো ফিরে এলো ২৯ সেপ্টেম্বর। যে দিনটিতে তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে নীরবে নিভৃতে চলে গেলে স্বর্গীয় পিতার কাছে। মৃত্যু এমন এক মুহূর্ত যা কোন কিছুর মূল্যে বদলে নেওয়া যায় না। আর অকালমৃত্যু মেনে নেওয়া যে কতটা কষ্টের তা তোমাকে হারিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি করি।

মাগো, আজও মনে হয় তুমি 'মা' বলে ডাকছো। এখনও অপেক্ষায় থাকি তুমি কখন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। হারানো দিনের স্মৃতিগুলো মনে পড়লে চোখের জলে বুক ভেসে যায় মাগো, তুমি আমাদের মনের গভীরে চিরকাল প্রদীপের আলো হয়ে জ্বলবে।

তুমি ছিলে একজন সহজ-সরল হাসিখুশী মানুষ, তোমাকে নিয়ে আমাদের পরিবার ছিল অনেক সুখের, অনেক আনন্দের, এখন আর সেই সুখ সেই আনন্দ নেই। মাগো, তোমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ তোমার দিদিমা, সেও আমাদের একা ফেলে তোমার কাছে চলে গেছে, ঈশ্বরের রাজ্যে। তুমি ছিলে তোমার দিদিমার চোখের মনি। আমরা বিশ্বাস করি তুমি আর তোমার দিদিমা একসাথেই আছ স্বর্গরাজ্যে।

নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে খুব কষ্টে বেঁচে আছি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতার শাশ্বত রাজ্যে তুমি স্বর্গের দূত হয়ে আছ, আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার শক্তি দিও মা। তুমি ভাল থেকো - "ঐশ্বী মা" অনেক অনেক ভাল থেকো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে
বাবা-মা : ডেনিস ও রাণী ডি'কস্তা
ছোট বোন : ঐশ্বর্য ডি'কস্তা
মামা ও মামীর পরিবারবর্গ
মহাখালী খ্রিস্টানপাড়া।

বিজ্ঞ/২৫১/২০২১

বড়দিন সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

এবারের সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র 'বড়দিন সংখ্যা ২০২১' নতুন আঙ্গিকে ও নতুনভাবে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। বড়দিন সংখ্যা ২০২১-এর জন্যে আপনার সুচিন্তিত লেখা, মতামত, প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা প্রভৃতি পাঠিয়ে দিন, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
ই-মেইলে পাঠাবেন : **wklypratibeshi@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩৫
২৬ সেপ্টেম্বর - ২ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১১ - ১৭ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেটে

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

স্বর্গদূতদের সহায়তা নিয়ে পাশে থাকি প্রবীণ জনে

খ্রিস্টানদের বিশ্বাসীয় জীবনে স্বর্গদূতদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কেননা স্বর্গদূতদের কথা পবিত্র বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তোবিতের গ্রন্থ, প্রবক্তা দানিয়েলের গ্রন্থ থেকে শুরু করে মঙ্গলসমাচারগুলোতে ও প্রত্যাদেশ গ্রন্থেও স্বর্গদূতদের কথা উল্লেখ আছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে মহাদূত মিখায়েল, মহাদূত রাফায়েল ও মহাদূত গাব্রিয়েলের কথা ও কাজের কথা উল্লেখ আছে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস মতে, স্বর্গদূতগণ হলেন পরমেশ্বরের সেবক। তারা নিরাকার ও আত্মিক সত্তা। তারা তাদের কর্ম দায়িত্ব দ্বারা পরিচিত। পরম পিতার অনন্ত সুখের রাজ্যে তারা তাঁরই গুণগান ও প্রশংসা স্তুতিগানে নিমগ্ন। বিভিন্ন দূতগণকে ঈশ্বর বিভিন্ন ক্ষমতা দিয়েছেন। মহাদূত মাইকেল অশুভ ও মন্দ শক্তির হাত থেকে ভক্তগণকে রক্ষা করেন। মহাদূত রাফায়েল অসুস্থ ও পীড়িত মানুষকে সুস্থতা দান করেন এবং মহাদূত গাব্রিয়েল জগতের কাছে শুভবার্তা বহন করেন। স্বর্গদূতদের ন্যায় আমরাও ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছি। তাই আমরাও পারি সমাজের অশুভ শক্তিকে পরাভূত করতে। হিংসা, লোভ, লালসা, ভণ্ডামি, প্রতারণা ও লোক দেখানোর মনোভাবে কলুষিত অসুস্থ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ করে তুলতে মহাদূত রাফায়েলের মত আমাদেরও ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে। সৎসাহস নিয়ে নিজের অসুস্থতা ঝেড়ে সমাজের সুস্থতার জন্য নানামুখী কাজ করে শুভবার্তা হয়ে ওঠতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই প্রত্যয় জাগ্রত হোক - আগামী প্রজন্মের জন্য আমি শুভবার্তা বহন করব। তাই মাণ্ডলীক ভাবে ২৭ সেপ্টেম্বর মহাদূতদের পর্ব ও ২ অক্টোবর রক্ষীদূতদের পর্ব পালন আমাদেরকে আহ্বান করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বর্গদূতদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হতে। তাদের সহায়তা গ্রহণ করে নিজেদেরকে মানুষের কল্যাণ কাজে বলীয়ান করতেও উদ্যোগী হই। আমাদের সকলের মাঝে এ বিশ্বাস জাগ্রত হোক - অশুভ শক্তিকে জয় করতে ও শুভকাজে এগিয়ে চলতে মানুষের পাশে সর্বদাই স্বর্গদূতগণ থাকেন। জীবনের কঠিন অবস্থাতেও স্বর্গদূতেরা থাকেন আমাদের পাশে। স্বর্গদূতদের মতো আমরাও দীন-দুঃখী, অভাবী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনের কঠিন সময়ে তাদের পাশে থেকে ঈশ্বরের সহায়তা ও ভালাবাসা প্রকাশ করতে পারি।

মানব জীবনের একটি কঠিন অধ্যায় ও বাস্তবতা প্রৌঢ়ত্ব। অনেক মানুষই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত, সফল এবং পরিবারকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করতে করতেই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়। সঙ্গত কারণেই জীবনের স্বাদ তারা তেমন একটা পান না। প্রৌঢ়ত্বের কঠিন বাস্তবতাকে আরো বেশি রূঢ় করে দেয় প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের বিপরীতমুখী আচরণ। যে সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য প্রবীণ ব্যক্তিটি নিজের রক্তের শেষবিন্দু পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের কাছ থেকে অবজ্ঞা, অবহেলা, উদাসীনতা, অমনোযোগিতা ও অযত্ন পেলে এ সুন্দর জগতটা নরকে পরিণত হয় তার কাছে। তখন প্রবীণ ব্যক্তিটির বেঁচে থাকার স্পৃহাটাই কমে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের প্রবীণেরা আগের মতো পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা, সেবা পাচ্ছেন না। অযত্নে, অবহেলায়, হতাশা-নিরাশায় ও নিসঙ্গতায় দিন যাপন করতে করতে এক সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের। পৃথিবীর অনেক পরিবারের মত আমাদের পরিবারেও কি প্রবীণ ব্যক্তিরা বঞ্চিত ও অবহেলার শিকার! যে প্রবীণেরা পরিবার ও সমাজের কল্যাণ করে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করাতো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

জাতিসংঘ ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের মধ্যদিয়ে সকলকে প্রবীণদের প্রতি আরো সংবেদনশীল হবার আহ্বান রাখছে। পবিত্র বাইবেল 'বৎস, তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার যত্ন নিও' বলার মধ্যদিয়ে সকলকে সচেতন করছে প্রবীণদের প্রতি যত্নশীল হতে। পোপ ফ্রান্সিস প্রবীণদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলছেন, আপনারা স্মৃতিতে ভরপুর স্বপ্নবাহক এবং প্রৌঢ়ত্ব বিশেষ একটি সুযোগ যিশুর যন্ত্রণা-কষ্টের সাথে একাত্ম হয়ে যিশুকে অভিজ্ঞতা করতে। একই সাথে তিনি যুবদেরকে পরামর্শ দিয়ে বলছেন, যুব বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের দাদু-ঠাকুমাদের সাথে সময় কাটাতে বিরক্ত হয়ে না। তাদের কাছ থেকে জীবন পরিচালনা করার শিক্ষা নাও। কেননা তারা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ও জীবন সংগ্রামে পারদর্শী। বাংলাদেশ সরকারও প্রবীণদের কষ্টের বিষয়টি উপলব্ধি করেছে এবং নাগরিকদের আহ্বান করছে বয়স্ক নাগরিকদের যেন বিশেষ সম্মান ও সুযোগ দেওয়া হয়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না পরিবারের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির জন্য প্রবীণদের অবদান অপরিসীম। তাই প্রবীণদের প্রশংসা ও স্বীকৃতি জানানো দরকার। প্রবীণদের সব চাহিদা হয়তো পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গ, সময়, স্বীকৃতি, তাদের পাশে থাকতে তো কোন অর্থের দরকার হয় না। এগুলো পেলেই তো তাদের মন আনন্দে ভরে থাকে। স্বর্গদূতদের সহায়তা নিয়ে আমরাও আমাদের পরিবারের প্রবীণদের পাশে থাকি, ভালবাসায় তাদের আগলে রাখি। †

যে কেউ তোমাদের খ্রিস্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোন মতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না । (মার্ক ৯:৪১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

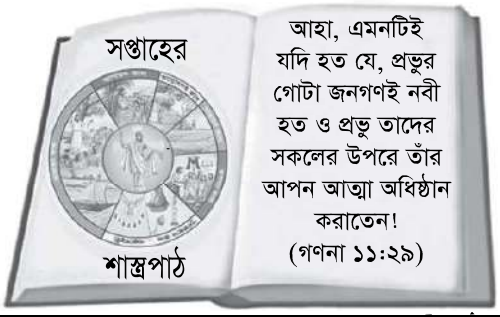

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ সেপ্টেম্বর - ২ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার
গণনা ১১: ২৫-২৯, সাম ১৯: ৮, ১০, ১২-১৪, যাকোব ৫: ১-৬, মার্ক ৯: ৩৮-৪৩, ৪৫, ৪৭-৪৮

২৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার
সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক-এর স্মরণ দিবস
জাখারিয় ৮: ১-৮, সাম ১০২: ১৫-২০, ২৮, ২১-২২, লুক ৯: ৪৬-৫০
অথবা : সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ করি ১: ২৬-৩১ সাম ১১২: ১-৯, মথি ৯: ৩৫-৩৮

২৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
জাখারিয় ৮: ২০-২৩, সাম ৮৭: ১-৭, লুক ৯: ৫১-৫৬

২৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার
মহাদূত মাইকেল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল-এর পর্ব
দানিয়েল ৭: ৯-১০, ১৩-১৪; অথবা প্রত্যাদেশ ১২: ৭-১২ক, সাম ১৩৮: ১-৫, যোহন ১: ৪৭-৫১

৩০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু যেরোম, যাজক ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
নেহেমিয় ৮: ১-৪ক, ৫-৬, ৭খ-১২, সাম ১৯: ৮-১১, লুক ১০: ১-১২
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
২ তিমথী ৩: ১৪-১৭, সাম ১১৯: ৯-১৪, লুক ২৪: ৪৪-৪৯

১ অক্টোবর, শুক্রবার
যীশু-ভক্তা তেরেজা, চিরকুমারী ও আচার্য
বারুক ১: ১৫-২২, সাম ৭৯: ১-৫, ৮-৯, লুক ১০: ১৩-১৬
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
ইসাইয়া ৬৬: ১০-১৪গ; অথবা ১ করি: ২৬-৩১, সাম ১৩১: ১-৩, মথি ১৮: ১-৫

২ অক্টোবর শনিবার
রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
যাত্রা ২৩: ২০-২৩, সাম ৯১: ১-৬, ১০-১১, মথি ১৮: ১-৫, ১০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ১৯১০ ফাদার ক্রোত্তি ফেরমো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ সিস্টার এম. এনিক এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৯ সিস্টার আরতি রোজারিও এসসি (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফাদার জন যদু রায় (রাজশাহী)

২৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৪ ফাদার এট্টর বেল্লিনাতো, পিমে (দিনাজপুর)
+১৯৮২ ব্রাদার বার্টিন যোসেফ করমিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম. ভিক্টোরিয়া আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার
+ ২০০৫ ফাদার পিতর এদ্‌মন্ড লামান্না এসএক্স (খুলনা)

৩০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ২০০০ সিস্টার এম. ফ্রান্সিলিয়া ম্যাগী সিএসসি

২ অক্টোবর শনিবার
+ ১৯৪৫ বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৯ সিস্টার লরেটে ভার্ভলি সিএসসি
+ ২০১৪ ফাদার গ্রেগরিও স্কেয়াভি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৭ সিস্টার জুলিয়েট মার্গারেটা মেন্ডেজ এলইচসি (বরিশাল)

গবেষণা ও বাস্তব উদ্যোগ প্রয়োজন

গত কয়েক দিন আগে (সংখ্যা :২৮, ৮-১৪ আগস্ট, ২০২১ খ্রি:) লুবান আন্তনী হেম্ব্রমের লেখা "সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের বাস্তবতা" শিরোনামে লেখা পড়লাম। এই লেখা পড়ার আগে আমারও ধারণা ছিল না, এই দুই জেলায় সান্তাল সম্প্রদায়ের কেউ বাস করে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে, আমার কাছে এই লেখাটি নতুন। যাই হোক, সবার আগে শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কাথলিক চার্চ বড় মাধ্যম হতে পারে। আমরা প্রত্যাশা করব এক্ষেত্রে কাথলিক চার্চ তার সহায়তা অব্যাহত রাখবে। রাজশাহী ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের অন্যান্য সান্তাল অধ্যুষিত এলাকার জনগণের সাথে সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া এলাকার সান্তালদের সংলাপের আয়োজন করা যেতে পারে। তাহলে অনেক ধরণের সামাজিক যোগাযোগ তৈরি হবে যা ভুল বোঝাবুঝি দূর করে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। এভাবে আমরা বাণী প্রচারের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারি। চার্চ পরিচালিত বিভিন্ন এনজিও গুলোকে সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গির্জা প্রার্থনায় সান্তালি ভাষার সফল প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে ভাল সান্তালি জানা ব্যক্তিদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। পরিশেষে এ বিষয়ে আরও বেশি গবেষণা ও উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি॥

আলবেনুস সরেন
বনপাড়া, নাটোর

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

অক্টোবর মাস পবিত্র জপমালা রাণীর মাস ও নভেম্বর মাস মৃতলোকদের মাস। তাই পবিত্র জপমালা, মা মারীয়া ও মৃত্যু বিষয়ক আপনাদের লেখনী অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

স্বর্গীয় রক্ষীদূত ও দূতগণ

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: ইহুদী ঐতিহ্যে দূতগণ হলেন ঈশ্বরের বিশেষ কর্মীবৃন্দ, যারা তাঁর ইচ্ছা পালনে সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁরা ঈশ্বরের বন্ধুদের রক্ষা করতে, কিংবা ঈশ্বরের বিশেষ বাণী জ্ঞাত করতে প্রেরিত। যে সত্যের কথা প্রভু যিশু প্রকাশ করে গেছেন, যে সত্যের মূর্ত প্রকাশ তিনি নিজেই, সকল মানুষের কাছে সেই সত্যের কথা জানানো প্রেরিতদূতের প্রধান দায়িত্ব।

মাতা মণ্ডলীতে সৃষ্টিলগ্ন থেকে দূতবাহিনী, রক্ষীদূত, প্রেরিতদূত, পথসঙ্গীদূত, অভয়দূত, আনন্দ বার্তাবাহকদূত, এমন আরো অনেক নামে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ বার্তাবাহক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। কখনো একা আবার কখনো বাহিনী বা দলগত ভাবে উপস্থিত হয়ে প্রভুর প্রশংসা, বন্দনা করতেন। যেমন সুসমাচার লেখক লুক বর্ণনা করেছেন, তখন হঠাৎ সেই দূতের পাশে দেখা দিল স্বর্গের এক বিরাট দূত বাহিনী। তাঁরা পরমেশ্বরের বন্দনা করে বলে উঠলেন-

"জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়!
ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত
মানবের অন্তরে।" *(লুক ২ঃ১৩-১৪)*

পবিত্র শাস্ত্রে মাত্র তিনজন দূতের নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেন- গাব্রিয়েল, মিখায়েল ও রাফায়েল। কোথাও আবার নাম ছাড়া শুধু সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- তোবিত গ্রন্থে রাফায়েল দূত সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আমি রাফায়েল, সেই সাতদূতের একজন, যারা প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে প্রবেশ করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

পরমেশ্বরের স্তুতি: স্বর্গদূতদের দ্বারা অনেক কৃতকর্ম সম্বন্ধে পুরাতন ও নবসন্ধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতিনিধি ও ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ সেবক। এমনকি মুখপাত্র হিসেবে আগমন-গমন প্রভুরই নির্দেশনায় চলে। নব সন্ধিতে সাধু যোহন প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ৮ম হতে ১২ অধ্যায় পর্যন্ত ধ্যানময়তার মধ্যদিয়ে দূতবাহিনীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এমন কি জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দূতগণ প্রভুর স্তুতিবাদেও থাকতেন। বর্ণনাটি এভাবেই "তারপর আমি সেই সাতজন দূতকে দেখতে পেলাম, যারা সব সময় পরমেশ্বরের সান্নিধ্যেই থাকেন। তাঁদের হাতে দেওয়া হল সাতটি তুরী। এই সময় আরও একজন স্বর্গদূত বেদীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে একটি সোনার ধূপদানি। তাঁকে তখন দেওয়া হল প্রচুর ধূপধুনো; যাতে ঐশ সিংহাসনের সামনে ওই যে সোনার বেদীটি রয়েছে, তিনি যেন ওই বেদীটির ওপর একই সঙ্গে নিবেদন করতে পারেন সকল ভক্তের মিলিত প্রার্থনার নৈবেদ্য এবং সেই ধূপধুনোর অর্ঘ্য। তখন স্বর্গদূতের হাত থেকে একই সঙ্গে সেই ধূপধুনোর ধোঁয়া এবং ভক্তজনদের সেই মিলিত প্রার্থনা উর্ধ্বের দিকে যেতে লাগল, যেতে লাগল পরমেশ্বরেরই কাছে" *(প্রত্যাদেশ ৮ঃ২-৪)*।

স্বর্গদূত গাব্রিয়েল: স্বর্গীয় দূতগণের বিষয়ে যে সব তথ্য-উপাত্ত্য উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে দূত গাব্রিয়েলের ঘোষণা ব্যতিক্রমধর্মী একটি সংবাদ। মানব মুক্তিদাতা যিশুর জন্ম কাহিনী এবং মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা একমাত্র গাব্রিয়েল দূত জগৎ মাতা মারীয়ার কাছে প্রকাশ করেন। আনন্দবার্তা হিসেবেও গাব্রিয়েল দূত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, মারীয়া অনুগৃহীতা, পরম আশিষে ধন্যা এবং প্রভু তাঁর সঙ্গেই আছেন। একমাত্র মারীয়া ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত গাব্রিয়েল দূত আনন্দের সাথে প্রকাশ করেছেন। এমন কি মারীয়াকে বলেছেন- "ভয় পেয়ো না, মারীয়া। তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ" *(লুক ১ঃ৩০)*। সঙ্গে সঙ্গে দূত মারীয়াকে আস্বস্ত করেছেন- (ক) একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে, (খ) তাঁর নাম রাখবে যিশু, (গ) তিনি মহান হয়ে উঠবেন; (ঘ) পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন, (ঙ) প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন, (চ) যাকোব বংশের ওপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন, (ছ) অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব *(লুক ১ঃ৩১-৩৩)*। এতগুলো সুসংবাদ গাব্রিয়েল দূত প্রকাশ করে মারীয়াকে অভয়ই শুধু দেননি; বরং প্রভু তাঁর সঙ্গে আছেন এমন পূর্বাভাস ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আর একটি বিষয় হচ্ছে মারীয়ার কাছে দূত দর্শন পবিত্র বাইবেলের নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী ঘটলেও এর মধ্যে আমরা অনেক কিছু পাই যা পবিত্র বাইবেলের অন্যদূত দর্শনের বিবরণে পাওয়া যায় না। কারণ এই গাব্রিয়েল দূতের দর্শনে মানুষের মুক্তির ইতিহাসের নতুন সূচনা ঘোষণা করে। মারীয়ার কাছে দূতের এই প্রকার অভ্যর্থনা বাইবেলে আর কোথাও পাওয়া যায় না *(লুক ১ঃ২৮)*। এই অভ্যর্থনা দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, ঈশ্বর আদি থেকে মারীয়াকে তাঁর একমাত্র পুত্রের মা হবার জন্য মনোনীতা করে রাখবেন।

যোসেফের কাছে দর্শন: মারীয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশর দেশে পলায়ন, আবার মিশর দেশ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত স্বর্গীয় দূত তিনবার স্বপ্নে দর্শন দিয়ে সান্ত্বনা, অভয় বাণী সতর্ক বাণী; আনন্দের সুসংবাদ যোসেফের নিকট প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকাশ- (ক) মারীয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ সংক্রান্ত *(মথি ১ঃ২০)* (খ) মিশর দেশে পলায়ন *(মথি ২ঃ১৩-১৫)*, (গ) তৃতীয় মিশর দেশ হতে প্রত্যাবর্তন *(মথি ২ঃ১৯)* সব কিছুই প্রভুর ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় সংঘটিত হয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় গুরুত্বসহকারে ধ্যান করতে হবে যে, এত কিছু ঘটে যাওয়ার সময়ে যোসেফ সম্পূর্ণ নীরব থেকে ঈশ্বরের দূতগণের সব নির্দেশ বাধ্যতা ও নম্রতার সাথে গ্রহণ করেছেন। দ্বিধাবোধ, সন্দেহ, বিতর্ক, অপারগ এমন কোন কিছুই যোসেফের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। তবে সর্বগুণে গুণান্বিত যোসেফ ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ স্তুতিতে মারীয়া ও যিশুকে সাধ্যমত সেবা-যত্ন এবং দেখা শোনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

বৃদ্ধা এলিজাবেথ ও জাখারিয়াকে গাব্রিয়েল দূতের দর্শন: আমার নাম গাব্রিয়েল, আমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য তোমাকে এই সুখবর দেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন *(লুক ১ঃ১৯)*। এলিজাবেথ, সারা *(আদি ১৫ঃ৩)* রেবেকা *(আদি ২৫ঃ৯)* রাখেল *(আদি ২৯ঃ৩১)* আন্না ঈশ্বরের অশেষ কৃপা, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদে তারা সকলেই মাতৃত্ব পদ লাভ করেন। এলিজাবেথের বয়স ৮৪ বছর, জাখারিয়াও বৃদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর তাদের সহায় হয়েছেন। ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনায় তাঁরা সন্তান লাভ করেন। গাব্রিয়েল দূত জাখারিয়াকে দর্শন দানে অভয় দেন "ভয় পেয়ো না, জাখারিয়া। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার স্ত্রী এলিজাবেথ তোমার এক পুত্র-সন্তানের জন্ম দিবে। তুমি তার নাম রাখবে যোহন। তখন আনন্দিত হবে তুমি, হবে পরম সুখী *(লুক ১ঃ ১৩-১৪)*।" পবিত্র বাইবেলে সব সময়ে এই কথা দিয়ে প্রভুর দূত মানুষের কাছে তার বাণী শুরু করেন। এতে বুঝা যায় যে, দূতের বাণী ভয়ের নয় বরং আনন্দের বার্তা। এলিজাবেথের কাছে প্রতিশ্রুত সন্তানের নাম ঈশ্বর নিজে ঠিক করে দেন *(লুক ১ঃ১৪)*। "যোহন" নামের অর্থ *"ঈশ্বর দান করেছেন"*।

প্রবক্তা দানিয়েলের নিকট গাব্রিয়েল দূতের দর্শন দান: দানিয়েল জীবনে অনেক দর্শন পেয়েছেন, যার অর্থ বুঝিয়ে দিতে গাব্রিয়েল দূতকে স্মরণ করেছেন। গাব্রিয়েল দর্শনের অর্থ একে বুঝিয়ে দাও *(দানিয়েল ৩ঃ১৬)*।

দানিয়েলের ভাগ্য: যখন আমার প্রার্থনার কথা শেষ হতে না হতেই সেই গাব্রিয়েল যাকে আমি প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম- আমার কাছে দ্রুতবেগে উড়ে এলেন, তখন সন্ধ্যা বলিদানের সময়। আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি আমাকে বললেন- "দানিয়েল, আমি তোমাকে উদ্ধুদ্ধ করতে ও চেতনা দিতে এসেছি। তোমার মিনতির আরম্ভ থেকেই একটা বাণী উদগত হল, তাই আমি তোমাকে তার সংবাদ দিতে এসেছি, কারণ তুমি মহাপ্রীতির পাত্র। সুতরাং তুমি এখন সেই বাণীতে মনোযোগ দাও আর এই দর্শন বুঝে নাও" -------- *(দানিয়েল ৯:২১-২৩)*।

দূত মিখায়েল: যে মহান দূত প্রধান তোমার জাতির সন্তানদের রক্ষার্কতা, সে সময়ে সেই মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন। তখন এমন স্কটের কাল দেখা দেবে যা মানবজাতির উৎপত্তির সময় থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয়নি; কিন্তু সেই কালে তোমার আপন জাতি নিষ্কৃতি পাবে, তারা সকলেই নিষ্কৃতি পাবে, যাদের নাম পুস্তকে লেখা রয়েছে *(দানিয়েল ১২ঃ১)*। স্বর্গবাহিনী মহানায়ক ইস্রায়েলের প্রতি পালক মহাদূত মিখায়েল। তাঁর নামের অর্থ *'দেবতুল্য'*।

এরপরের ঘটনা। স্বর্গালোকে হঠাৎ একটা যুদ্ধ বেধে গেল, মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী সেই নাগদানবটার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে লাগলেন *(প্রত্যাদেশ ১২ঃ৭)*।

মিখায়েলের সহায়তা: পারস্য রাজ্যের জনপ্রধান একুশ দিন ধরে আমাকে প্রতিরোধ করল, তবু প্রথম শ্রেণীর দূত প্রধান মিখায়েল আমার সহায়তায় এলে তাঁকেই আমি সেখানে, পারস্য রাজাদের সেই জনপ্রধানের কাছে রেখে এলাম। অন্তিম দিনগুলিতে তোমার জাতির প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাকে জানাতে এসেছি, কারণ সেই দিনগুলি সম্বন্ধে এখনও একটা দর্শন আছে *(দানিয়েল ১০ঃ ১৩-১৪)*। আচ্ছা সত্য পুস্তকে যা লেখা আছে, তা আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। এই কাজে আমাকে সাহায্য করতে তোমাদের দূত প্রধান মিখায়েল ছাড়া আর কেউ নেই, আর আমি মেদীয় দারিউসের প্রথম বছরে তাঁকে সবল ও শক্তিশালী করতে দাঁড়িয়েছিলাম *(দানিয়েল ১০:২১)*।

মিখায়েল সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা। মিখায়েল বলে চললেন, 'এ জন্য আপনি এখন প্রভুর বাণী শুনুন: আমি দেখতে পেলামঃ প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর ডান ও বা পাশে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁকে ঘিরে আছে *(১ রাজাবলি ২২ঃ ১৯)*।

দূত রাফায়েল: রক্ষাকারী হিসেবে পরিচিত রাফায়েল দূত। মোদিয়ার মধ্যে তার সঙ্গে যাত্রা করবে, পথ জানা এমন লোকের খোঁজে তোবিয়াস বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসেই সে রাফায়েল দূতকে সামনে পেল- সে তো আদৌ জানত না; তিনি ঈশ্বরের এক দূত। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, বন্ধু, তুমি কোথাকার মানুষ? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি তোমার ইস্রায়েলীয় ভাইদের একজন, কাজের অনুসন্ধানে এসেছি" *(তোবিত ৫"৪)*। ----বোন তাদের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় থেকো না, কেননা ভাল এক স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলবেন, তার যাত্রা শুভ হবে, সে সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে ফিরবে *(তোবিত ৫ঃ২২)*।

বিবাহোৎসবে দূত রাফায়েল: তাই রাফায়েল চারজন দাস ও দু'টো উট সঙ্গে করে মোদিয়ায় অবস্থিত রাজেশের দিকে রওনা হলেন। তাঁরা রাফায়েলের ঘরে থাকলেন, আর রাফায়েল তাকে তাঁর দলিল দেখালেন, সেই সঙ্গে তিনি তাকে তোবিতের ছেলে তোবিয়াসের বিবাহের কথা বললেন ও তার পক্ষ থেকে তাঁকে বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন *(তোবিত ৯ঃ৫)*।

সমাপ্তিসূচক কথা: তিন স্বর্গীয় দূতের বিবরণে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসেবে তিনজনের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পর্যায়, পরিস্থিতিতে তাদের উপস্থিতি মানুষকে দিয়েছে অভয়, আনন্দ, সুরক্ষা আর ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহের ঘোষণা। দূত রাফায়েল অসুস্থদের সুস্থ করেছেন, সুখ শান্তি স্থাপনে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। মিখায়েল যে মহাদূত প্রধান তিনি বিপদগ্রস্থদের সহযোগিতা ও সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। সবশেষে রাফায়েলের একটি সঙ্গত বিষয় তুলে ধরছি। আমি রাফায়েল, সেই সাতদূতের একজন, যারা প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে প্রবেশ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। অভয় বাণী দিয়ে উপস্থিতবর্গকে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক। ঈশ্বরকে ধন্য বল যুগ যুগ ধরে। আমি যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার নিজের আগ্রহে নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তাঁকেই তোমাদের সর্বদাই ধন্য বলতে হবে, তাঁরই বন্দনা করতে হবে *(তোবিত ১২ঃ১৫-১৮)*॥

লাল বসন্ত
পদ্মা সরদার

জানিয়েছে বারতা আগাম
ফুলে ফুলে ভরেছে শিমুলের ডাল
পাখির কণ্ঠে গান খুশি সীমাহীন
দূয়ারে ডাকিছে বসন্তদিন।
এসেছে লাল বয়ে নিয়ে
শীতেরে দিয়েছে বিদায়
বিরহ ভারে লিখে দিবে চিঠি
সকল ঝরা পাতার গায়।
এসেছে নতুনের সাজে
ঝরিয়ে পুরানো স্মৃতি
সাজিয়ে দিয়েছে রঙ্গিন ফুলে
মিষ্টি রোদে ভাসিছে তার সুরভী।
এসেছে লাল বসন্ত
প্রেম আর পাগলামিতে
উজাড় করে দিয়েছে সমস্ত সৌন্দর্য
বিলিয়ে দিয়েছে সকল প্রাণের দ্বারে।
লাল টকটকে শিমুল ছুয়ে ছুয়ে
আলতো করে বুলিয়ে যায় পাখির পালক
হৃদয় নাচে সেই সুরের তালে
বসন্তের লালে॥

বরষায়
এ এম আন্তোনী চিরান

আজ আকাশে কালো মেঘ
সারাক্ষণ বৃষ্টি আর বৃষ্টি
চারদিক জলে শুধু টলমল।
প্রকৃতিও আজ যেন তাল-মাতাল
চারদিক শুধু নিরব-নিথর
বৃষ্টি ঝরার রিমঝিম শব্দ নিরন্তর।
যেন কোন 'অলস ভাবুক' স্বপ্ন দেখার
বলাকা। ডানা মেলে যায় কোন তেপান্তরে-
সবার আজ কর্মবিরতি
অথচ কোন হরতাল নেই, অবরোধ নেই
আছে শুধু অলস সময়ের প্রহর গুণা
আর ভাল লাগা অনুভূতির
রোমাঞ্চকর বাস্তবতা॥

মহাদূতগণ: আমাদের সহায়তা কর!

সাগর কোড়াইয়া

ছোটবেলায় ধর্মশিক্ষা ক্লাসে স্বর্গদূতদের বিষয়ে আমাদের চমৎকার ধারণা দেওয়া হতো। প্রত্যেকের ডান কাঁধে একজন স্বর্গদূত থাকেন এবং বাম কাঁধে থাকে শয়তান। কাঁধে বসে থেকে শয়তান প্রতিনিয়ত ব্যক্তিকে পাপের দিকে প্ররোচিত করে আর স্বর্গদূত সব সময় ভালো কাজে উৎসাহিত করেন। স্বর্গদূত সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে একজন রক্ষীদূত থাকেন। এই রক্ষীদূতই ব্যক্তিকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। শয়তানের কথা মতো চললে স্বর্গদূত ডান কাঁধ থেকে দূরে চলে যান; এবং কাঁদতে থাকেন। আর এই ধরণের একটি চিত্র সেই সময়কার ধর্মশিক্ষা বইয়ে দেওয়া ছিলো। আমরা কল্পনায় স্বর্গদূতের একটা নিজস্ব চিত্র অঙ্কন করে নিতাম। স্বর্গদূতের কাঁধে পাখির মতো ডানা, শরীরের রং উজ্জ্বল ফর্সা যেন আলো বের হচ্ছে, মাথার চুল লম্বা কোঁকড়ানো, বেশীর ভাগ সময় উড়ন্ত অবস্থার চিত্রই দেখি, স্বর্গদূতের বয়স নির্ণয় করা মুশকিল তবে কিশোর-তরুণ-তরুণী বয়সীই মনে হয়। একেক স্বর্গদূতকে একেক কর্মরত অবস্থার চিত্র লক্ষ্যণীয়। কাথলিক ধর্ম-তত্ত্বানুযায়ী, স্বর্গদূতগণ হলেন দেহহীন সৃষ্টজীবন বিশেষ এবং বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা সম্পন্ন। তাঁরা স্বর্গে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। স্বর্গদূতগণকে সাধারণত: পাখাবিশিষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়। পাখা দ্বারা সূচিত হয় যে, তাঁরা অতি দ্রুত স্থান হতে স্থানান্তরে গমনাগমন করে থাকেন। অন্যদিকে তাঁদের বালক-বালিকারূপেও দেখানো হয়; এর দ্বারা তাঁদের পবিত্রতা ও চিরযৌবন প্রকাশ পায়। মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বেই ঈশ্বর অসংখ্য স্বর্গদূত সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গদূতগণ জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা মানুষদের চেয়ে উন্নত প্রকৃতির। তাঁদের জ্ঞান ও শক্তি মানুষদের চেয়ে অধিক। *(দ্রষ্টব্য: কাথলিক ধর্ম্ম-তত্ত্ব, কৃষ্ণনগরের বিশপ মোষ্ট রেভা: এল, এল, আর, মরো ডি, ডি, প্রণীত)*।

কাথলিক মণ্ডলীতে স্বর্গদূত মাইকেল (যিনি ঈশ্বরের মত), গাব্রিয়েল (ঈশ্বর আমার শক্তি/ ঈশ্বরের নিকটে উৎসর্গীকৃত) ও রাফায়েলকে (ঈশ্বরের চিকিৎসক) মহাদূত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অসংখ্য স্বর্গদূতদের মধ্যে এই তিনজন মহাদূত অনন্য। প্রশ্ন আসতেই পারে- শুধুমাত্র তিনজনকেই কেন মহাদূত বলা হয়! পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখি যে, কোন নেতা বা নেত্রীর খুব একান্ত সহযোগী কম সংখ্যক ব্যক্তিই হতে পারেন; যারা প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে থাকেন। এবং তাদের কাজের ধারা ও গুরুত্বানুযায়ী পদ-পদবী নিরুপণ করা হয়। ঠিক তদ্রুপ এই তিনজন মহাদূত ঈশ্বরের একান্ত সহযোগী যারা ঈশ্বরের নানাবিধ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্মেও এই তিনজন মহাদূতের উপস্থিতি রয়েছে। ইংরেজ কবি জন মিল্টনের 'দ্যা প্যারাডাইজ লস্ট' উপন্যাসে মহাদূত মাইকেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানতে পারি। এক সময় শয়তানগণও স্বর্গদূতদের মতো ছিলো এবং স্বর্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতো। কিন্তু বিদ্রোহী স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের আনুগত্য ও বিধিকে মানতে চাইতো না। ফলে স্বর্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঈশ্বরের পক্ষের সেনানায়ক হলেন মহাদূত মাইকেল; তিনি ও তাঁর সহকারীগণ শয়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শয়তানরা সর্পরূপী দুষ্টাত্মা অনুচরদের নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শয়তানরা পরাজিত হয়ে স্বর্গ হতে বিতারিত হয় নরকের আগুনে। মহাদূত মাইকেল ঈশ্বরের ভক্তবিশ্বাসীদের শয়তানের নানাবিধ প্রলোভনের কবল থেকে রক্ষা করে থাকেন। শিষ্যচরিত গ্রন্থ ১২: ৭ পদে মহাদূত মাইকেলের উপস্থিতি দেখতে পাই। প্রত্যাদেশ গ্রন্থের ১২: ৭-১২ পদের পুরোটাই শয়তানের বিরুদ্ধে মহাদূত মাইকেলের যুদ্ধের বিষয়ে বলা হয়েছে।

মহাদূত গাব্রিয়েল হচ্ছেন ঈশ্বরের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্বর্গদূত; যিনি সব সময় ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে অধিষ্ঠান করেন। তিনি ঈশ্বরের বার্তাবাহক; ঈশ্বরের পরিকল্পনার বার্তা বয়ে নিয়ে যাবার অপেক্ষায় থাকেন। মহাদূত গাব্রিয়েলকে বলা হয় ঈশ্বরের বাম হাত। তিনি অনেকটা তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রীর মতো ভূমিকা পালন করেন। জাখারিয়ার কাছে দীক্ষাগুরু যোহনের জন্ম বার্তা *(লুক ১: ১১)*, মা মারীয়ার নিকট যিশুর জন্ম বার্তা *(লুক ১: ২৬)*, যোসেফকে স্বপ্নে গাব্রিয়েল দূতের নির্দেশ *(মথি ১: ২০, ২: ১৩)* ও প্রবক্তা দানিয়েলের নিকট ঈশ্বরের পরিকল্পনা *(দানিয়েল ৮: ১৬)* মহাদূত গাব্রিয়েলই বয়ে আনেন। ইসলাম ধর্মেও মহাদূত গাব্রিয়েলকে অনন্য স্থান দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদের নিকটে কোরান নাজিল করেন মহাদূত গাব্রিয়েল। প্রত্যাদেশ গ্রন্থানুযায়ী বলা হয়ে থাকে যে, গাব্রিয়েল দূতই মহা বিচারের দিন শিঙ্গা বাজাবেন। মহাদূত গাব্রিয়েলকে যোগাযোগ ও কুরিয়ার বিভাগে কর্মরত সাংবাদিক, পিয়ন, ও এ্যাম্বাসেডরদের (প্রতিনিধি) রক্ষক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। মহাদূত রাফায়েল ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে সার্বক্ষণিক অবস্থান করেন *(প্রত্যাদেশ ৮: ৩)*। অসুস্থদের সুস্থতা দানই হচ্ছে মহাদূত রাফায়েলের প্রেরণ কাজ। তোবিত গ্রন্থের ৫ অধ্যায়ে পুরোটাতেই মহাদূত রাফায়েলের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তোবিত গ্রন্থে মহাদূত রাফায়েলকে মানুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে; যিনি তোবিয়াসের যাত্রায় সব সময় সঙ্গী হয়ে থেকেছেন এবং তোবিয়াসের জন্য স্ত্রী খুঁজে আনেন ও তোবিয়াসের পিতাকে অসুস্থতা থেকে সুস্থ করেন। মহাদূত রাফায়েলকে ভালোবাসাপূর্ণ বিবাহিত জীবন, যুবক-যুবতী, হবু স্বামী-স্ত্রী, ফার্মাসিস্ট, ভ্রমণকারী ও শরণার্থীদের রক্ষক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলাম ধর্মের শিক্ষায় মহাদূত রাফায়েলের বিষয়ে আলোকপাত রয়েছে। ইসলাম ধর্মানুযায়ী মহাদূত রাফায়েল পৃথিবীর শেষ দিন শিঙ্গা বাজাবেন।

মৃত্যুর পর সবাই হয়তোবা স্বর্গদূতই হয়ে যান। প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে আরাধনায় রত থাকেন। স্বর্গদূতেরা শিশুদের মতো মনোভাবাপন্ন। ছোট শিশু ঘুমের ঘোরে যখন হাসে অনেকে বলে থাকে যে, শিশুটি নাকি স্বর্গদূতদের সাথে খেলাধুলা করছে! এর বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু তা বড় বিষয় নয়। তবে স্বর্গদূতগণ যে সব বয়সীদের সাথে বিরাজমান সেটাই প্রকাশ পায়। স্বর্গদূতদের চাক্ষুস কেউ দেখেছে কিনা সেটা বলতে পারবো না; তবে স্বর্গদূতের সহায়তা যে অনেকে পেয়েছে সেটার সাক্ষ্য দেওয়া সহজতর। অনেকে এমন অনেক বিপদসংকুল পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়েছেন যা অতিক্রম করা অসম্ভব ছিলো হয়তো; কিন্তু আজও কোন ভাবেই বুঝতে পারেন না কিভাবে তা সম্ভব হলো! এমন কোন ব্যক্তির সান্নিধ্য হয়তো এসেছে যে কিনা সে বিপদকে কাঁটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সে ব্যক্তি স্বর্গদূত ছাড়া আর কি হতে পারে। এমন সব বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই তো কেউ মহাদূত গাব্রিয়েল, মিখায়েল ও রাফায়েল। স্বর্গ থেকে এই তিনজন মহাদূতই অন্যের মধ্যদিয়ে কাজ করেন। মহাদূতগণ সার্বক্ষণিক ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আছেন; মহাদূতগণের প্রতি আমাদের প্রার্থনা, মহাদূতগণ: আমাদের মঙ্গল কর!

সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল এবং বাংলাদেশ

বেঞ্জামিন গমেজ

সোসাইটি অফ্ সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল একটি আন্তর্জাতিক কাথলিক সাহায্য সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই রয়েছে এর কার্যক্রম। এই সোসাইটির মূল লক্ষ্য দরিদ্রদের ভালবাসা ও সেবা দানের মাধ্যমে স্বয়ং খ্রিস্টের সেবা করা।

এই সোসাইটির কেন্দ্রবিন্দু একজন পুরোহিত, তিনি হলেন ভিনসেন্ট ডি' পল। তিনি ২৪ এপ্রিল ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স দেশে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কর্মঠ ও শক্তিশালী। মাত্র ২০ বছর বয়সে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুরোহিত হন। তিনি দরিদ্রদের মাঝে স্বয়ং খ্রিস্টের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। তিনি দরিদ্রদের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থা অনুভব করেন ও তাদের সাহায্য করেন। দরিদ্রদের সেবায় তার জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। তাই তিনি দরিদ্রদের পিতা নামে পরিচিত। পুরোহিত ভিনসেন্ট ডি' পল একবার সমুদ্র পথে যাত্রা কালে জলদস্যুদের হাতে বন্দি হন (১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ)। জলদস্যুরা তাকে আফ্রিকার তিউনিস শহরে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। তিনি পুরোহিত হয়েও ক্রীতদাস হিসেবে মনিবের কঠোর আদেশ হাসি মুখে পালন করেছেন। তিনি সর্বদা "প্রণাম মারীয়া" গান গাইতেন এবং মনিবের স্ত্রী তার গান শুনে মুগ্ধ হতেন ও ভাবতেন অবশ্যই তিনি একজন ধার্মিক লোক। তাই মনিবের স্ত্রী বারবার মনিবকে অনুরোধ করতে লাগলেন, এই ধার্মিক লোকটাকে ছেড়ে দেবার জন্য। মনিব একসময় পুরোহিতকে ছেড়ে দেন। মুক্ত হয়ে পুরোহিত ফ্রান্স দেশে চলে যান এবং দরিদ্রদের সেবায় মনোনিবেশ করেন। বন্দি ক্রীতদাসদের সাথে তিনি দেখা করতেন, সেবা করতেন, আলাপ করতেন, আর এতে সকলেই তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যেত। সেবার জীবনেই ২৭ সেপ্টেম্বর ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে সাধু বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর অনেক বছর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ফ্রেডেরিক অজানাম ২০ বছর বয়সে তার সাথীদের নিয়ে দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য Conference of Charity গঠন করেন। তিনি সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ২ বছর পর এর নাম পরিবর্তন করে সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল নামকরণ করেন। ফ্রেডেরিক অজানাম ২৩ এপ্রিল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ফ্রান্সের অধিকৃত মিলান শহরে এবং মৃত্যুবরণ করেন ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সংসার জীবনে থেকেও ত্যাগ ও আদর্শে জীবন যাপন করে ধন্যশ্রেণীভুক্ত হন ২২ আগস্ট ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলতে পারি, খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপের প্রচেষ্টায় খুলনায় এই সোসাইটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। মারীউস দাস গুপ্ত হলেন এর প্রথম প্রেসিডেন্ট। কিছুদিনের মধ্যেই সারা বাংলাদেশে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পরে ও সকলের কাছে খুবই পরিচিত হয়ে উঠে। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল এটা ছিল সক্রিয় ও প্রাণবন্ত। শীতকালে গরীবদের মাঝে কম্বল, অন্যান্য কাপড় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হতো, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য অর্থ বিতরণ করা হতো, বড়দিন ও পুনরুত্থানে বিশেষ সাহায্য প্রদান করা হতো। দরিদ্রদের মুখে হাসি ফুটে উঠতো। বর্তমানে ৫ বছর ধরে এটা নিষ্ক্রিয়, কোন কর্মতৎপরতা নেই। কেন এইরূপ হলো? সমস্যা কি? কি করা যায়? সঠিক উপায় বের করে ভিনসেনসিয়ানগণ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা করি। ভিনসেনসিয়ানগণ একে অপরকে ব্রাদার বা সিস্টার বলে সম্বোধন করে থাকে, এটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এখানে বিশেষ বন্ধুত্বের স্থান নেই, কোন প্রাপ্তিরও সুযোগ নেই। বন্ধুত্ব সবার প্রতি সমান। সেটাই সঠিক বন্ধুত্ব যেখানে থাকবে ন্যায্যতা ও পরিত্রাণের পথে সহায়তা। ভিনসেনসিয়ানদের জীবনে সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের আদর্শ প্রতিফলিত হোক, সুন্দর হোক ভিনসেনসিয়ানদের জীবন, এটাই প্রত্যাশা করি॥

প্রবীণদের যত্ন করি সৃষ্টিকর্তার ...

(৯ পৃষ্ঠার পর)

সে তো কোথাও যায় না, বাড়ীতেই থাকে তাই তার পোশাকের প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা পোশাক তাকে অনেক আনন্দিত করতে পারে। আমি কোথাও গেলে একটি ফুল, চকলেট যে কোন ধরনের ক্ষুদ্র উপহার তাকে দিলে সে অনেক বেশি খুশী হবে। তাই প্রবীণ ব্যক্তি অবহেলার পাত্র নয় ঈশ্বরের আশীর্বাদিত। তাই আমাদের তাদের যত্ন নিতে হবে যেন সে সুন্দরভাবে পরিবারে অবস্থান করতে পারে।

প্রবীণরা হল পরিবারের আনন্দ। তারা পরিবারে অবস্থান করা মানে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যে থাকা। আমরা সবাই যেন প্রবীণদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হই, আরও তাদের যত্ন করি। প্রবীণদের যেন যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি, তাদেরকে আরও বেশি গুরুত্ব দেই। প্রবীণদের জন্য তাদের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করি। তারা যেন পরিবারের মধ্যে সাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারে। প্রবীণরা হল আমাদের অহংকার। তাদের অবদানের কারণেই দেশ, সমাজ, পরিবার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আমাদের সবার তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। প্রবীণ মানুষ হল জ্ঞানী মানুষ। পবিত্র বাইবেলে প্রজ্ঞাই হল জ্ঞান আর এই জ্ঞানের উৎস হলেন ঈশ্বর। আমরা যেন তাদের জ্ঞানের সমাদর করি এবং ভালভাবে জীবন যাপন করতে, দিন অতিবাহিত করতে সহায়তা করি। আমরা সর্বদা যেন মনে রাখি যখনই প্রবীণদের যত্ন করছি, তখনই সৃষ্টি কর্তার আশীর্বাদ তাদের মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনে লাভ করছি॥

প্রবীণদের যত্ন করি সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ গ্রহণ করি

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

প্রবীণ বলতে সাধারণত যারা বয়োজ্যৈষ্ঠ তাদের বুঝানো হয়ে থাকে। যারা কর্ম জীবন থেকে বয়সের কারণে বিরতি গ্রহণ করেছেন তাদেরকেও কেউ কেউ প্রবীণ বলে থাকে। আবার কেউ কেউ যারা শ্বশুর শাশুড়ী হয়েছেন তাদের বুঝিয়ে থাকেন। কেউবা যারা ষাট বছরের উর্ধ্বে তাদের প্রবীণ বলে থাকেন। প্রবীণ যাদেরই বলা হোক না কেন আমরা যেন তাদের যত্ন করি সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ গ্রহণ করি। আজকে যারা শিশু আছে, কাল তারা যুবক-যুবতী, পিতা মাতা এবং প্রবীণ হবে। আজ আমরা যদি প্রবীণদের অবহেলা করি পরবর্তীতে আমাদের সন্তানেরাও আমাদের অবহেলা করবে। প্রবীণরা পরিবারে থাকা হল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যে থাকা। যে পরিবারে প্রবীণেরা রয়েছে তারা পরিবারে আনন্দের মধ্যে রয়েছে। এই আনন্দকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

প্রবীণেরা হলো ঘরের সৌন্দর্য্য। তারা হল পরিবারের শক্ত খুঁটি, তারা ছাতার মত আমাদের আগলে রাখেন যেন আমাদের শরীরে বৃষ্টি না পড়ে। তারা সবসময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় অনেক প্রবীণেরা সবচেয়ে অবহেলার পাত্র। তারা যখন পরিবারে রোজগার করতে পেরেছে তখন আমরা তাদের গুরুত্ব দিয়েছি, যখন তারা আর কাজ করতে পারে না তখন তাদের বোঝা মনে করছি। তারা কখনও আমাদের বোঝা নয়, তারা আমাদের আশীর্বাদ। তারাই আমাদের পথ দেখিয়েছেন কিভাবে জীবন পথে হাঁটতে হবে, কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। তারা আমাদের যত্ন করে রত্ন করে তুলেছেন। তাদের আশীর্বাদে ও যত্নের কারণে আমরা এই পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি।

যে পরিবারে প্রবীণেরা রয়েছে সে পরিবারে আনন্দ আছে। পরিবারে কেউ কেউ প্রবীণদের অবহেলার চোখে দেখেন। কিন্তু তাদের অবদানের কথা যদি আপনি আপনার জীবনে অনুভব করতে পারেন দেখবেন আপনার চিন্তা চেতনা আপনা থেকেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। মানুষ যখন শিশু থাকে তখন অন্যের সহায়তার দরকার পড়ে। আবার যখন প্রবীণ হয় তখনও মানুষের অন্যের সহায়তার প্রয়োজন পড়ে। আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরাও একদিন প্রবীণ হব। আমরা যদি আমাদের পরিবারের প্রবীণদের না দেখি তাহলে আমরা যখন প্রবীণ হব তখন আমাদেরও কেউ দেখবে না। প্রবীণরা প্রবীণ বয়সে একাকিত্ব বোধ করেন। তাই তারা চায় মানুষ যেন তাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের সময় দেয়। তারাও তাদের কাজ, অভিজ্ঞতা মানুষের সঙ্গে সহভাগিতা করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আমরা প্রতিদিন মোবাইলে, আড্ডায় অযথা অনেক সময় নষ্ট করি। আমি কি পারি না আমার পরিবারে যে প্রবীণ ব্যক্তিটি রয়েছে তাকে সময় দিতে। আমি আমার সময় দেওয়া ও উপস্থিতির মধ্যদিয়ে তার আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারি।

মানুষ চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। আমার পরিবারে আমার পাশে যে প্রবীন ব্যক্তিটি রয়েছে তার প্রতি আমাদের দরদবোধ আরও বৃদ্ধি করতে পারি। "তুমি প্রবীণদের সামনে উঠে দাঁড়াবে, বৃদ্ধ লোককে সমাদর করবে, ও আপন ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখবে *(লেবীয় ১৯ঃ৩২)*।" প্রতিদিন জিজ্ঞেস করতে পারি তিনি কেমন আছেন? শরীর ভাল কিনা? তার দিকে তাকিয়ে একটা সুন্দর হাসি দিতে পারি। কোন কাজ করার আগে তার পরামর্শ নিতে পারি। তখন প্রবীণ ব্যক্তি অনেক খুশী হবে। সে জীবনে শেষ দিকে এসেও অনুপ্রাণিত হবে। আমরা অনেক দিবস/ দিন পালন করি। আমরা আমাদের প্রবীণদের নিয়ে একসাথে প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করতে পারি। তাদের কিছু সহভাগিতা করতে দিতে পারি। তাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারি। একসাথে প্রার্থনা করতে পারি। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ক্ষুদ্র উপহার প্রদান ও ছবি তুলে রাখতে পারি। এই সকল বিষয়গুলো করার মধ্যদিয়ে তারা অনেক উৎসাহিত হবে।

পরিবারের মধ্যে প্রবীণদের জন্মদিন পালন করা যেতে পারে। আমাদের পারিবারিকভাবে যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করতে পারি। হাসি-আনন্দের মধ্যদিয়ে আমরা দিনটি অতিবাহিত করতে পারি। তারাই হল আমাদের ভিত্তি, তারাই আমাদের উপরে ওঠার সিঁড়ি। তাদের মধ্যদিয়েই আমরা উপরে ওঠে এসেছি। বর্তমানে আমরা মানুষ হিসেবে অনেক যান্ত্রিক হয়ে গেছি। কাজ বেশি না করলেও বা না থাকলেও আমরা ব্যস্ততা বেশি দেখাই। কি নিয়ে আমি ব্যস্ত? আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন সবকিছু পড়ে থাকবে। আমি যদি আমার সময় থেকে কিছুটা সময় তাদের জন্য ব্যয় করি তাহলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করব। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার জীবনে থাকলে আমার জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে। প্রবীণদের সঙ্গে আমাদের কেমন ব্যবহার করতে হবে তা পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে-"কোন বৃদ্ধকে কখনো কঠোর ভাবে তিরস্কার করো না; তাকে বরং তার কর্তব্যের কথা এমনভাবেই মনে করিয়ে দাও, যেন সে তোমার নিজের পিতা। বৃদ্ধাদের সঙ্গে এমন ভাবেই ব্যবহার কর, যেন তারা তোমার নিজের মা *(১ তিমথি ৫ঃ১০)*।"

যখন প্রবীণেরা অসুস্থ থাকে তখন আমরা সেবা করতে চাই না। কয়েকদিন সেবা করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অনেক সময় বিরক্তবোধ করি। প্রবীণ ব্যক্তিটিকে আমি যদি অন্তর থেকে ভালবাসি তাহলে সেবা করতে বিরক্তবোধ করব না। এই অবস্থা আমার তো হতে পারত। এই ভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের আর সেবা করতে বেশি কষ্ট করতে হবে না। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কষ্ট আছে। কষ্টের আগুনে পুড়ে মানুষকে খাঁটি হতে হয়। পারিবারিক জীবনে যেই কষ্টই আসুক না কেন আমি যেন সানন্দে গ্রহণ করতে পারি। যিশুর ক্রুশের দিকে তাকিয়ে তা যেন জয় করতে পারি। কেউ সেবা না করলেও প্রবীণেরা যেন হতাশ না হয়, কারণ ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আছেন তিনিই তাদের যত্ন নিবেন, রক্ষা করবেন। "তোমরা যখন ভূমিষ্ট হলে তখন থেকে আমি তোমাদের পালন করছি এবং বৃদ্ধ অবস্থাতেও আমি তোমাদের পালন করব, যখন তোমাদের চুল ধূসর রঙের হয়ে যাবে তখনও আমি পালন করব, রক্ষাও করব কারণ আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা *(ইসাইয়া ৪৬:৪)*।"

যে কোন উৎসবে আমরা আমাদের জন্য পোশাক ক্রয় করি। অনেক সময় চিন্তা আসতে পারে আমার ঘরে যে প্রবীণ ব্যক্তিটি রয়েছে

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মণ্ডলীতে প্রবীণ সমাজ

ম্যানুয়েল চাম্বুগং

চাকচিক্যময় অত্যাধুনিকতার এ বিশ্বজগতে প্রবীণদের জীবন পর্যালোচনা করে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস দেখেছেন যে, পৃথিবীর অধিকংশ প্রবীণেরাই অবহেলায়, অযত্নে, মর্যাদাহীনতায় জীবনযাপন করছেন। একজন প্রবীণ হিসেবে তিনি তাদের জীবনের দুঃখগ্লানির কথা অন্তরোপলব্ধি করে তাদের জন্য একটি দিন উপহার দিয়েছেন। গত ২৫ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, প্রতিবছর যেন জুলাই মাসের শেষ রবিবারকে গোটা বিশ্বমণ্ডলীতে 'দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। অন্তত এই একটি দিনে আমরা সবাই যেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি; তাদেরকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা-সম্মান দেই।

খ্রিস্টমণ্ডলী সবসময়ই এই শিক্ষা দেন যে, আমরা যেন অন্তরের ভালবাসা দিয়ে প্রবীণদের সেবা-যত্ন নিই। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা-২২১৮ অনুচ্ছেদে এ শিক্ষাটিই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'তাদের বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থতায়, একাকীত্বে বা দুসময়ে তারা যতটুকু পারে ঠিক ততুটুকু বৈষয়িক বা নৈতিক সহায়তা বাবা-মার জন্য তাদের দেওয়া অবশ্যই উচিত।' একইভাবে পবিত্র বাইবেলে পুরাতন নিয়মে কথিত আছে, 'সন্তান, তোমার পিতার বৃদ্ধ বয়সে তার অবলম্বন হও, তার জীবনকালে তাকে দুঃখ দিয়ো না। যদিও তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাকে সহানুভূতি দেখাও। তোমার পূর্ণ তেজের দিনে তাকে অবজ্ঞা করো না .. পিতাকে যে একা ফেলে রাখে সে ঈশ্বর-নিন্দুকের মত, মাতাকে যে ক্ষুব্ধ করে তোলে সে প্রভুর অভিশাপের পাত্র' ***বেন-সিরা*** *৩: ১২-১৩, ১৬*। 'তোমার পিতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা কর, তোমার মাতার প্রসবযন্ত্রণার কথা ভুলো না। মনে রেখ, তারাই তোমাকে জন্ম দিলেন; তার প্রতিদানে তুমি তাদের কি দিবে?' *বেন-সিরা ৭: ২৭-২৮*।

এই বাণীগুলো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মণ্ডলীর ধ্যানে জ্ঞানে ও যত্নে থাকার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাস্তবতা বড় কঠিন; পরিবার-সমাজ-দেশকে উন্নয়নের জন্য যে প্রবীণেরা নিজের মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, সেই সকল প্রবীণদের আমরা বেশিরভাগ সময় ভুলে যাই। সম্মান-শ্রদ্ধা-সেবা করার পরিবর্তে তাদেরকে দূরে ঠেলে দেই; তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করি। যা একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের করা ঠিক না।

তাই আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে বয়সের ভারে তারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হতে পারেন ঠিকই কিন্তু তারা জ্ঞানবিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় অনেক অভিজ্ঞ, পরিপক্ক; বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে প্রবীণদের সাথে আমাদের মেশা দরকার এবং তাদেরকে সেবা করার মধ্যদিয়ে আমরা আশীর্বাদিত ও অমূল্যধন জ্ঞান লাভ করতে পারি। নতুন নিয়মে আমাদেরকে সেটি স্মরণ করে দিয়েছেন, 'পিতা-মাতাকে সম্মান করবে...তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবী হবে' *এফেসীয় ৬: ২-৩*। বাস্তবজীবনে আমরা এর প্রমাণ পাই, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ছোটকাল থেকে নানা-নানী, দাদা-দাদীদের সাথে বড় হয়েছে, তারাই মানবীয় মূল্যবোধগুণে, জ্ঞানে বিদ্যায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে এবং সমাজের-দেশের মঙ্গলকর কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাই আসুন আমরা আজ থেকে মনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আপন করে নিই এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদেরকে সেবাযত্ন করে নিজেরা আশীর্বাদিত হই॥

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2021-2022/278 Date: 20 September, 2021

Advertisement for IELTS Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 22nd IELTS batch. The course details are as follows:

Focus area of the course	:	Speaking, Listening, Writing & Reading
Course starting date	:	06 October, 2021
Duration of the course	:	2 months
Course fee	:	Tk. 7,500/- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule	:	Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday) from 5:00 pm - 7:00 pm
Collection of form and Submission	:	Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit http://www.cccul.com
Last day of admission	:	04 October, 2021
Admission eligibility	:	Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.
- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ Students must be attending 90 % of the total classes.

Admission is open every working day during office hours

Pankaj Gilbert Costa
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিজ্ঞ/২৫৬/২১

কৃতজ্ঞতা: পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার আলোকে ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ঃ কৃতজ্ঞতা অন্তরের ব্যাপার, বলা যায় অন্তরের অন্তঃস্থলের ব্যাপার। আর ধন্যবাদ হল অন্তরের সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। আর এই বহিঃপ্রকাশ বিচিত্র! এই প্রকাশের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি জড়িত। কান্নার মধ্যদিয়ে, বিস্ময়-মাখা চাহনীর মধ্যদিয়ে, উজ্জ্বল মুখাবয়বের মধ্যদিয়ে, করমর্দনের মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ সেলামের মধ্যদিয়ে. আলিঙ্গনের মধ্যদিয়ে, মুচকি হাসির মধ্যদিয়ে, কিছু উপহার দিয়ে, এমনকি নীরবতার মধ্য দিয়েও; আরো হাজারো উপায়ে হতে পারে অন্তরের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। যখন কেউ জাগ্রত চৈতন্যে উপলব্ধি করে যে, তার প্রতি অনেক অনেক কল্যাণ করা হল, সমর্থন, স্বীকৃতি, সাহায্য-সহযোগিতা, বিপদে আশ্রয় ইত্যাদি এবং সে এই সত্য বাস্তবতাটি স্বীকার করছে, তখনই তার মধ্যে জেগে ওঠে নম্রতায়ভরা এক অনভূতি (feeling) যা বর্ণনা ক'রে বুঝানো কঠিন। অন্তরের অনুভূতি জাগবে তখনই যখন অন্তরের অন্তঃস্থলের যে চৈতন্য (awareness), তা থাকে জাগ্রত। এবং এর ফলে গড়ে উঠবে ইতিবাচক মনোভাব (mentality) দৃষ্টিভঙ্গী (attitude) এবং তা হবে সর্বজনীন (universal) কৃতজ্ঞতার পরিধি সর্বজনীন। "আপনি/আপনারা এত্তো-কিছু করেছেন, বলেছেন === আপনাকে/আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।" শুধু কথায় নয়, দৃশ্য কাজে প্রকাশ পাবে এই জাগ্রত অন্তরের কৃতজ্ঞতা। অতএব কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অন্তরের এবং বাইরের ব্যাপার।

তবে মানুষের চেতনা/চৈতন্য কি জাগ্রত থাকে? "আমি জাগিয়া ঘুমাই নিশিদিন প্রভু, আমারে জাগাবে কবে?"

প্রথম পর্ব: কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পবিত্র বাইবেলের আলোকে

(ক) প্রাক্তন সন্ধি:

১। আদি ১ ও ২ অধ্যায়: সৃষ্টি কাহিনী

"কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, হে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ।"

"সৃষ্টি করেছ তুমি বিশ্বভূবন, শোভায় শোভিত তোমার এ সৃজন। সৃষ্টি তোমার আশীর্বাদ। "

"মানব সৃষ্টি প্রভু তোমারই দান; প্রাণবায়ু দিয়ে তারে করেছ মহান। নর-নারী তোমার আশীর্বাদ।" (স্বরচিত গান)

আদিপুস্তক প্রথম অধ্যায়ে দেখি পরমেশ্বরের সৃষ্টি কর্ম: বিশ্বপ্রকৃতি; আলো-বাতাস, পশু-প্রাণী, নদ-নদী সমুদ্র, আকাশের পাখী; এক কথায় এই সুন্দর পৃথিবী। "ঈশ্বর দেখলেন, সবই উত্তম হয়েছে।" ঈশ্বর তাঁর সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে বশীভূত করতে বলেছেন। সে যেন তা করতে পারে তার জন্যে ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন প্রাণবায়ু। নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের এই অপরূপ কর্মকীর্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে গীতিকার লেখক যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা হল:

মানব-সৃষ্টি প্রভু তোমারই দান,
প্রাণবায়ু দিয়ে তারে করেছ মহান।
নর-নারী তোমার আশীর্বাদ।

কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, হে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ।

এই প্রাণবায়ুই তার মধ্যে আনে বুদ্ধি-জ্ঞান ও বিভিন্ন প্রতিভা যার দ্বারা সে সৃষ্টিকে বশীভূত করতে পারে; এই শক্তিতেই নর-নারী ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, সে অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একে অন্যকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে ; নর-নারী পরস্পর আপন হয়ে যেতে পারে; হয়ে যেতে পারে এক দেহ। ঈশ্বরের এমন অপূর্ব মানব-সৃষ্টির জন্য সচেতন অন্তর ঈশ্বরে প্রশংসাকীর্তন করে উঠবে। এই প্রসঙ্গে স্বরচিত গানটির আরো একটি অংশ:

দিয়েছ প্রতিভা বুদ্ধি-জ্ঞান
জীবন চলার পথে ভ্রাতৃপ্রেম।
আমরা তোমার আশীর্বাদ।
কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, হে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ।।

বিশ্বসৃষ্টি নিয়তই প্রভুর প্রশংসা করছে। আমরা কি বিশ্বসৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে প্রভুর প্রশংসা করি? সামসঙ্গীত রচয়িতা ঈশ্বরের বন্দনা করেছেন (সামসঙ্গীত ৮) (গীতাবলীর গান: ভোরের সোনার আলো---- সূর্য চন্দ্র বন্দনা কর তাঁর ------ সূর্যচন্দ্র বন্দনা কর তাঁর------ সে কোন পরম উষার লগ্নে-------- ছন্দে ভরা তোমার গড়া এই পৃথিবী---) আত্ম জিজ্ঞাসা: আমরা কি সচেতন অন্তরে সৃষ্টি নিয়ে ধ্যান করে সৃষ্টির যত্ন নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি? নাকি, সৃষ্টিকে ধ্বংস করি, নোংরা (filthy) করি? পোপ ফ্রান্সিসের পালকীয় ও সামাজিক সর্বজনীন পত্র "লাউদাতো সি)।

তা ছাড়াও, এই-যে আমরা আমাদের ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, জাতীয় জীবনে ঈশ্বরের অপরূপ কর্মের কথা স্মরণ করি, আমাদের ঘর-বাড়ী, জলবায়ু, আমাদের জীবন ও জীবন-যাত্রার প্রয়োজন যানচলাচল সাইকেল, মটর সাইকেল মটরগাড়ী, আমাদের ধর্মপল্লী, আমাদের ডাইয়োসিস এবং আরো---- তার জন্য আমরা কি ঈশ্বরকে জানাই ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা? সাধু পল বলেন, " --- যে-কোন অবস্থায় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও " *(১ থেসা ৫:৮)*।

২। সামসঙ্গীতে ঈশ্বর-বন্দনা সামসঙ্গীত ১০০

ভগবানের জয়ধ্বনি কর নিখিল ধরণী ;
ভগবানের সেবা কর পুলকিত প্রাণে ;
আনন্দের গান গেয়ে এসো এসো তাঁর শ্রীচরণে ।
জেনে রেখো এই কথা, ভগবান স্বয়ং ঈশ্বর ;

আমরা সবাই, আহা! তাঁরই রচনা---আমরা সবাই আহা তাঁরই ;

আমরা তাঁরই জাতি, তাঁরই মেষের পাল তাঁর এই চারণভূমির !

এবার প্রবেশ কর তাঁর মহামন্দির- তোরণে স্তুতি-গান গেয়ে,
তাঁর এই মন্দির-প্রাঙ্গণে স্তব-গান গেয়ে ;
এসো, তাঁর স্তুতি গাও, ধন্য ধন্য কর তাঁর নাম !
আহা, ভগবান---কত না মঙ্গলময় তিনি ;
আহা, তাঁর সেই দয়া, সে তো চিরন্তন ;
নিত্যই জাগ্রত তাঁর বিশ্বস্ততা যুগে যুগান্তরে।

সামসঙ্গীত ১০০ বলে দেয় কেন আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ঈশ্বর কে এবং কি করেন

- **১০০:১-৩ তিনি আমাদের জন্য যা-কিছু করেছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা; কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন; আমরা তাঁরই জাতি, তাঁরই মেষের পাল তাঁর এই চারণভূমির !**
- **তিনি আমাদের জন্য পরিত্রাণ অর্জন করেছেন এবং আমাদের অন্তরকে নতুন করেছেন। "কেউ যদি খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত**

হয়, তবে সে এক নবসৃষ্টি হয়ে ওঠে। যা পুরনো তা, তা তো মিলিয়েই গেছে। সমস্তই এখন নতুন হইয়ে উঠেছে" *(২ করি ৫:১৭)* **আমরা ধন্যবাদ দেই কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে এই নতুন জীবন দিয়েছেন। প্রকৃতিগতভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ঐশতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক তখনই, যখনই সচেতন হই, উপলব্ধি করি ঈশ্বর আমার মধ্যে কি অপরূপ কীর্তিই না সাধন করেছেন! আমাদেরকে অন্তরাত্মায় নতুন করে তুলেছেন! তাই ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা।**

- **আমরা তাঁরই জাতি, তাঁরই মেষের পাল তাঁর এই চারণভূমির**! তিনি আমাদের পালন করেন। খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ১ পিতর ২:৯ "তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্তভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি--।" এখানে আমরা দেখি কি শক্ত করেই না ঈশ্বর আমাদের তাঁর সাথে বেঁধে রেখেছেন! প্রতি পদে পদে, পলে পলে, অবস্থায় তিনি আমাদের পালন করেন এটাই আমাদের হইয়ে তাঁর কাজ।
- **তিনি আমাদের যত্ন নেন। পিতরের পত্রে আবার দেখি: ১** *পিতর ১: ৯-১০"*--- **তোমরা এইজন্যেই মনোনীত, যাতে তোমাদের যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোকে আহ্বান করেছেন, তাঁরই সমস্ত মহাকীর্তির কথা তোমরা যেন প্রচার করতে পার। এককালে কোন জাতিই ছিলেনা তোমরা, কিন্তু আজ হইয়ে উঠেছ স্বয়ং পরমেশ্বরেই জাতি ; এককালে তাঁর করুণার পাত্রও ছিলে না তোমরা, কিন্তু আজ তোমরা তাঁর করুণা পেয়েই গেছ।"**
- **পরমেশ্বরের আপন জাতি হওয়ার ফলাফল হল তোমরা যেন তাঁর মহাকীর্তির কথা ঘোষণা কর। আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ কি এই অনুচিন্তন/বাস্তবতা থেকে যে, ঈশ্বর আমাদের তার আপন জাতি হিসাবে গড়ে তুলেছেন?**

আমরা দেখেছি ঈশ্বর কি করেছেন আমার/ আমাদের জন্য; কি করেই যাচ্ছেন; এখন সামসঙ্গীতে দেখব কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

সামসঙ্গীত ১০০: কিভাবে তাকে ধন্যবাদ দেব?

ভগবানের জয়ধ্বনি কর নিখিল ধরণী;

ভগবানের সেবা কর পুলকিত প্রাণে;

আনন্দের গান গেয়ে এসো, এসো তাঁর শ্রীচরণে।

জেনে রেখো এই কথা, ভগবান স্বয়ং ঈশ্বর;

এইগুলো হল আমাদের জন্যে ঈশ্বর যে অপরুপ কীর্তি সাধন করেছেন তার বস্তুনিষ্ঠ সাড়াদান। তাঁর স্তবগান করা; পুলকিত প্রাণে তাঁর পূজার্চনা করা। এই তো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ধন্যবাদ দেব ঈশ্বরের পরিচয় জেনে।

১০০:৫ "তিনি মঙ্গলময়; আহা, ভগবান--- কত না মঙ্গলময় তিনি;

আহা, তাঁর সেই দয়া, সে তো চিরন্তন!

নিত্যই জাগ্রত তাঁর বিশ্বস্ততা যুগে যুগান্তরে।"

তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন শুধু তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব না; ধন্যবাদ দেব তাঁকে চিনি ও জানি বলে, তিনি কেমন তা জেনে। ১০০:৫ নিশ্চিত করে যে, "তিনি মঙ্গলময়।" এটাই ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র।

নিত্যই জাগ্রত তাঁর বিশ্বস্ততা যুগে যুগান্তরে।"

তিনি বিশ্বস্ত; তাঁর করুণা, দয়া প্রেমভালবাসা নিত্য চিরন্তন, অন্যদিকে যাবেই না। কল্যাণ, উত্তমতার ঝর্ণা থেকে বয়ে চলে জীবনদায়ী দয়া-করুণা তাঁরই বিশ্বস্ততার বিশাল সমুদ্রে। অতএব আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেব।

কিভাবে আমি তাকে ধন্যবাদ দেব? ঈশ্বরের পরিচয় পেয়ে দাউদ যেভাবে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তা হল: ১০০:৪

এবার প্রবেশ কর তাঁর মহামন্দির-তোরণে স্তুতি-গান গেয়ে,

তাঁর এই মন্দির-প্রাঙ্গণে স্তব-গান গেয়ে;

এসো, তাঁর স্তুতি গাও, ধন্য ধন্য কর তাঁর নাম !

এই মন্দির সেই মন্দির নয় যেখানে শুধু যাজক প্রবেশ করতে পারে; অশুদ্ধ যারা তারা প্রবেশ করতে পারবে না। এই মন্দির সবার জন্য উন্মুক্ত। কারণ ঈশ্বরের দয়া করুণা মঙ্গলময়তা পৃথিবীর সবার জন্য- কারণ তিনি সবার ঈশ্বর ; সবার জন্য পরিত্রাণ এনেছেন; সবাইকে যত্ন ও পালন করেন। আসুন, বিস্ময় সহকারে একবার ধ্যান করি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা।

আনন্দ-সঙ্গীত গেয়ে *(সাম ৯৮:৫-৬)* **সেতারের সুরে, বাদ্যের ঝংকারে। দায়ুদ ঈশ্বরের প্রশংসা করে গান গায়; আমরাও গাইব। নৃত্যের তালে তালে, বাদ্যের ঝংকারে। আমরাও ঈশ্বরের মহাকীর্তি তথা আমাদের জন্যে তাঁর পরিত্রাণের কর্মের কথা তাঁর প্রশংসাকীর্তন করি।**

ঈশ্বরের পরিচয়: "আহা, ভগবান---কত না মঙ্গলময় তিনি!" এর অর্থ তিনি বিশ্বস্তভাবেই আমাদের ভালবেসে আসছেন। এই সত্য স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁর জাতির সাথে এবং আমাদের সাথে যে সন্ধি, তাতে তিনি নিত্যই বিশ্বস্ত। যাত্রা পুস্তকে, যোশুয়া গ্রন্থে দেখি "সন্ধি স্থাপন"। তিনি কথা দেন, এবং কথা রাখেন। মুক্তির প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন। এখানেই ঈশ্বরের প্রেমময়তা, মঙ্গলময়তা। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

রাজা দায়ুদের আরো কতকগুলো সামসঙ্গীত

সামসঙ্গীত ৯৫ ঈশ্বর-বন্দনা : ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন; পালন করেন। আমরা তাঁর মেষপাল (গীতাবলীর গান: এসো এসো আমরা প্রভুর করি আনন্দগান ---)

সামসঙ্গীত ৯৬:১-১২ ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন; তিনি মহীয়ান বন্দনীয়। তাঁর উদ্দেশে গাও আজ নতুন গীতিকা। বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। (গীতাবলীর গান: সদাই আমি পরম প্রভুর করছি গুণগান ---)

রাজা দায়ুদ ঈশ্বরের প্রশংসা গান গায়।

সাম ১১৭ ঈশ্বরের ভালবাসা কত গভীর; তাই ভগবনের স্তুতিগান গাও; গাও তাঁর গৌরবগাঁথা

সামসঙ্গীত ১৫০ তুর্যের নিনাদ তুলে, সেতারের মূর্ছনায় বীণার ঝংকারে নৃত্যের তালে তালে খঞ্জনী বাজিয়ে, সারেঙ্গী ও সানাইয়ের তানে তানে ঝমঝমে মন্দিরায় ঝনঝনে মন্দিরায় ভগবানে মহিমা কীর্তন কর। কেন? তাঁর স্তবকীর্তন করব; কৃতজ্ঞতা জানাব? ঈশ্বরের স্বরূপ ধ্যান করে; পুত্রের মধ্যদিয়ে পরিত্রাণ ধ্যান করে; সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য ধ্যান করে।

সামসঙ্গীত ১৩৬ : একটি উৎসাহব্যাঞ্জক সামসঙ্গীত যা মুক্তির ইতহাসের ঘটনাগুলো তথা ঈশ্বরের মহা কীর্তিও কথা স্মরণ করে প্রভুর স্তবগান করতে বলে।

১-৩ তিনি দেবতাদের দেবতা, প্রভুর প্রভু; তাই তাঁর স্তব কর

১৩৬:৪-৯ অপরূপ সৃষ্টি তাঁর হাতেই গড়া/ সৃষ্ট; তাই তাঁর স্তব কর

১৩৬:১০-১৫ ইস্রায়েলের মুক্তির ইতিহাস: ফারাওকে, সৈন্যকে ডুবিয়ে মারলেন। মিশরীয় দাসত্ব থেকে উদ্ধার; তাই তাঁর স্তব কর

১৩৬:১৬-২২ মরুভূমিতে পথ দেখালেন; বড় বড় রাজাদের সংহার করলেন। কানান দেশ তাঁর জাতির কাছেই করলেন অর্পণ। তাই তাঁর স্তব কর

১৩৬:২৩-২৬ আমাদের লাঞ্ছনার দিনে, স্মরণ করলেন; শত্রুর কবল থেকে মুক্তই করলেন; অন্নদানে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন। তাই তাঁর স্তব কর

এইভাবেই সামসঙ্গীতমালায় মুক্তির ইতিহাসকে ঘিরে, দায়ুদের জীবনকে ঘিরে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের অনেক সামসঙ্গীত আমরা পাই জ্ঞানধর্মী এই গ্রন্থটির মধ্যে।

গোটা সামসঙ্গীত পুস্তকটিই দায়ুদ ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন; তা করেছেন সকল পরিস্থিতিতে।

আমাদের প্রত্যেককেই সকল পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ধন্যবাদের প্রার্থনা করতে হয় প্রতিদিন। (চলবে)

কলাম : প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে ... (১৫ পৃষ্ঠার পর)

না জলবায়ু বিপর্যয়ে কোনো শিশু তার ভবিষ্যৎ হারাক। তাই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে।

৫. নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে (২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ) গ্রেটা থানবার্গ বলেছে- আমার বার্তাটি হল আমরা আপনাদের প্রতি দৃষ্টি রাখব। এই সবই ভুল। আমার এখানে থাকাটা উচিত হয়নি। সমুদ্রের অন্য প্রান্তে স্কুলে ফিরে যাওয়া আমার উচিত। তবুও বলছি, আপনারা সবাই আশার সংবাদ নিয়ে আমাদের তরুণদের কাছে আসুন। কত দুঃসাহস আপনাদের, আপনারা শুধু মিথ্যাভাষণ দিয়ে আমার স্বপ্ন এবং আমার শৈশব চুরি করছেন। তবুও আমি ভাগ্যবানদের একজন। মানুষ আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে এসব শিশুরা। এ ব্যাপারে বিশ্বনেতাসহ দেশনেতা-নেত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে তারা। নিজে পরিচ্ছন্ন থেকে, নিজের বাড়ি পরিষ্কার করে, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে, পরিমিত খাবার খেয়ে, অপচয়রোধ করে, বাড়িতে শাক-সব্জি ও ফুলের বাগান করে, গাছ লাগিয়ে, নিয়মিত গাছের যত্ন করে, অন্যদের পবিবেশ সুরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, পরিবেশ নষ্ট থেকে বিরত থেকে, বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাস পরিমিত ব্যবহার করে ও পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতন আমরাও জলবায়ু সুরক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারি। ছবি আঁকা যাদের সখ তারা ছবির মাঝে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মহিমা অন্তরে অনুভব ও প্রকাশ করতে পারি। পরিবেশ বিষয়ক বই পড়ে ও অন্যদের পড়তে উৎসাহিত করে পরিবেশ সুরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করা যায়। শিশু-কিশোরদের ছোট ছোট উদ্যোগ ও পদক্ষেপ প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মহৎ কিছু অর্জন সত্যিই সম্ভব ও প্রশংসনীয়। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ও নিবেদিতপ্রাণ অংশীজন হিসেবে বহুবিদ ও বিচিত্র সৃজনশীল উদ্ভাবন উদ্যোগ ও উপায়ে সৃষ্টিকর্তার অমূল্যদান "আমাদের অভিন্ন বসতবাটি

চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আমি লিটন কোড়াইয়া নাগরী ধর্মপল্লীর আড়াগাঁও গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার পরিবারে স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে আছে। আমি অনেক দিন যাবত হার্ট, কিডনি, ও লিভার রোগে আক্রান্ত। এ পর্যন্ত আমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়েছে, এখনও আমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন, যা আমার পরিবারের পক্ষে চালানোর সামর্থ নেই। আমিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। যতটুক সামর্থ ছিলো সর্বস্ব শেষ করে আজ বেঁচে থাকার জন্য আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি। আমার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করে সুস্থ হতে সহায়তা করুন। আপনাদের উদার আর্থিক সহায়তা ও প্রার্থনার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত নিবেদক
লিটন কোড়াইয়া

পাল-পুরোহিত
নাগরী ধর্মপল্লী
কালিগঞ্জ, গাজীপুর

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

বিকাশ নাম্বার: ০১৩০৭৫৫৯৪৫৩
ব্যাংক একাউন্ট
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড.নাগরী, গাজীপুর
একাউন্ট নং: ০২০০০০৫৫২২৭৮৩

BARACA
Bangladesh Rehabilitation
and Assistance Center for Addicts
Information & After- Care Centre:
17/19, Azam Road, Mohammadpur
Block D, Dhaka 1207, Ph. 9112954

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বারাকা
বাংলাদেশ মাদকাসক্ত
চিকিৎসা, সহায়তা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র
তথ্য ও চিকিৎসা পরবর্তী সেবা কেন্দ্র ঃ
১৭/১৯, আজম রোড, মোহাম্মদপুর
ব্লক-ডি, ঢাকা-১২০৭, ফোন ঃ ৯১১২৯৫৪

জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "কারিতাস বাংলাদেশ" এর **"বারাকা"** (এস.ডি.ডি.বি এবং আলোকিত শিশু) প্রকল্পে নিম্নলিখিত পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সুস্থ্যতাগামী আসক্ত (Recovering Addict), মহিলা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

ক্রম	পদের কর্মস্থল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি	পদের কর্মস্থল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি
১	**পদের নাম: সহকারী মাঠ কর্মকর্তা ঃ** ● ১ জন (পুরুষ/মহিলা), বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর ● বেতন/ভাতা: সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৫,০০০/- টাকা ● কর্ম এলাকা : টঙ্গী ও সংলগ্ন এলাকা, গাজীপুর।	● গ্রাজুয়েট। ● সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাবে। ● মাদকনির্ভরশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
২	**পদের নাম: প্যারামেডিক ঃ** ● ১ জন (মহিলা), বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর ● বেতন/ভাতাঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৮,০০০/- টাকা ● কর্ম এলাকা ঃ বাবুবাজার, ঢাকা।	● ডিপ্লোমা ইন নার্সিং । ● সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাবে। মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

১। আগ্রহী প্রার্থীদের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ (২) কপি ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভোটার আইডি কার্ড, অভিজ্ঞতা ও চারিত্রিক সনদপত্রের সত্যায়িত কপিসহ আবেদনপত্র আগামী ১০-১০-২০২১ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পরিচালক, বারাকা বরাবর পাঠাতে হবে।
২। কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড ও এক্সেল) দক্ষতা থাকতে হবে।
৩। দিবা-রাত্রি ডিউটি করা আবশ্যক হতে পারে।
৪। চাকুরীতে নিয়োজিত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র তাদের আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে।
৫। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
৬। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় মূল কাগজপত্র সাথে আনতে হবে। এর জন্য কোনপ্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবেনা।
৭। কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা :

পরিচালক, বারাকা
১৭/১৯ আজম রোড, ব্লক-ডি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ই-মেইলঃ info@baracabd.org; ফোন: ০১৮১৮-৪২১৫৪৩

বিজ্ঞ/২৫৫/২১

‘চাই পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা’

অর্পা কুজুর

পরিবার সমাজের একক এবং তা হলো একটি রাষ্ট্রের মৌলিক ও আদি সংগঠন। পরিবারকে ভিত্তি করেই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। যে সমাজে পরিবারগুলি যত সুন্দর ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সে সমাজ তত উন্নত, সুসংগঠিত এবং দায়িত্বশীল। পরিবারের শিক্ষাই সমাজের জন্য বড় শিক্ষা। আজকে পরিবারে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছে বড় হয়ে সে সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

নিবে সেটিই স্বাভাবিক। এজন্য পরিবারে তার ভাল শিক্ষা ও সঠিক বেড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু পরিবারে যদি অন্যায়, অবিচার এবং সহিংস আচার আচরণ অনবরত ঘটতে থাকে তাহলে সে পরিবার আর সুস্থ থাকে না। পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতে থাকে। ঐ পরিবারের শিশুরা সবসময় একটি মানসিক চাপের মধ্যে থাকে এবং এই মানসিক চাপটিই একসময় সাংঘর্ষিক রূপ নেয়। পরিবারে শিশু যখন বাবাকে দেখে যে, তার বাবা অল্প কিছুতেই মার উপর রেগে যাচ্ছে, গালিগালাজ করছে এবং সাথে মারধরও করছে তখন তার মনের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। পরিবারে পিতামাতার সহিংস আচরণ কখনোই শিশুর জন্য ভাল কিছু বয়ে আনতে পারে না। শত্রুতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে সে কেবল হানাহানি করতে শেখে এবং বড় হয়ে সমাজে সহিংস আচরণ করতে আর দ্বিধাবোধ করে না।

বর্তমানে আমাদের সমাজে পারিবারিক সহিংসতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। সেখানে শুধু স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে মারধর ও খুন করছে তা নয়। এ থেকে পরিবারের শিশুরাও রেহাই পাচ্ছেনা। শিশুরা শারিরিক ও মানসিক দু’ভাবেই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবারে যদি কাজের মেয়ে শিশু হয় তাহলে তার উপর নির্যাতনের হার আরও বেশী। জোরপূর্ব্বক ধর্ষনের শিকার হতে হয় এবং ধর্ষনের পরে বিভিন্নভাবে মুখ বন্ধ করে রাখা হয় যাতে সে কাউকে কিছু না বলে নইলে মৃত্যুর হুমকি। এ থেকে মুক্তির উপায় হলো আইনের যথ যথ প্রয়োগ এবং পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা। ধনী এবং গরীব সকল পরিবারেই সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কিশোর অপরাধী চক্র বা কিশোর গ্যাং সমাজের জন্য বর্তমানে একটি আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে শুধু গরীব পরিবারের সন্তানরাই নয়, রয়েছে ধনী গরীব মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর সন্তানেরা। খেলতে গিয়ে সমান্য বিষয়ে বনিবনা না হওয়ার কারণে একজন আরেকজনকে খুন করছে। তার সেই সহিংস আচরণ একদিনেই তৈরী হয়নি। এটি ধীরে ধীরে এবং পরিবারে দেখা সহিংস আচরণ থেকেই তৈরী হয়েছে। সুতরাং ভাল এবং মন্দ সকল কিছুর মূলে রয়েছে পরিবার এবং পারিবারিক পরিবেশ। পরিবারে সহিষ্ণু আচরণ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালবাসা এবং সকলের প্রতি সকলের দায়িত্বশীল আচরন পরিবারে শান্তির পরিবেশ তৈরী করে। পরিবারের সহিংসতা বন্ধের জন্য আইন প্রয়োগের চেয়ে পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সকল পরিবার সচেতন হলে পারিবারিক সহিংসতা এড়ানো কঠিন কোন কাজ নয়। সকল পরিবার সচেতন হলে সমাজ হবে সহিংসমুক্ত যার ফল সমাজের সবাই ভোগ করবে॥

বেঁচে থাকা স্বপ্ন

সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

বাণিজ্যিক ভূগোলের মতো যেখানে যাই সেখানেই
সকলের ঠোঁট নড়ে, আর বলে
কেমন আছো কতদিন হয় তোমাকে দেখিনা।

অথচ আমরা জানি কেমন থাকতে পার
তখন সেই বাবা কি মা আমাকে বলে দেয়
তাহলে এবার শোন -

একদিন আমি একা করিডোরে দাঁড়িয়ে ছিলাম
তারপর ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেয়ে ঘাসের
মধ্যেই ঘুমিয়ে ছিলাম। বৃদ্ধ হয়ে কত যে কথা শুনেছিলাম, তখন রাস্তায় বেড়িয়ে আসলাম
আর আকাশের দিকে আনমনা হয়ে একাই হাঁটছিলাম ।

এক সময় দূর থেকে বহু দূরে হারিয়ে গিয়েছিলাম
একটু অধিকার পাওয়ার আশায়
বেঁচে থাকা স্বপ্ন নিয়ে ।

কই কেউতো কিছুই বলেনি, সবাই
বৃক্ষের মতো শক্ত মাটির ভিতর
লুকিয়ে রাখে হাত-পা
অথচ বৃক্ষের মতো সবুজ নয় কেউ।

চারদিকে সবাই শুধু ব্যস্ত
আমাদের মত প্রবীণদের
দেখার মত সময় নেই,
আছে শুধু কাজ আর কাজ তবুও
এরই মধ্যে বেঁচে থাকার
স্বপ্নের জাল বুনি।

উন্নয়ন ভাবনা

২৯

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে শিশুদের অংশগ্রহণ

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

১. অনেকেই ইতোমধ্যে গ্রেটা থানবার্গ নাম শুনেছি, সতের বছর বয়সী ‘পরিবেশ সুরক্ষাদূত’ গ্রেটা সুইডেনের স্টকহোমে বড় হয়েছে। গ্রেটার মা মালেনা আরম্যান একজন অপেরা গায়ক এবং সাবেক ইউরোভিশন গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী। তার বাবা সাভান্তে থানবার্গ একজন অভিনেতা। তাদের পূর্বপুরুষদের একজন সাভান্তে আরহেনিয়াস নামে ‘গ্রীণ হাউস ইফেক্টের মডেল’ এর বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি ১৯০৩ সালে রসায়নের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। দুই মেয়ের মধ্যে বড় গ্রেটা আট বছর বয়সে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে শিখেছিলেন তবে তার বাবা-মা জলবায়ুকর্মী ছিলেন না। গ্রেটার এস্পারগার্স সিনড্রোম ব্যাধি রয়েছে এবং এটি একটি অনুগ্রহ হিসাবে সে বর্ণনা করে থাকে। যা অন্যদের চেয়ে আলাদা হওয়া একটি “পরাশক্তি” হিসেবে মনে করে। স্কুল স্ট্রাইক ফর ক্লাইমেট নামে একটি অনলাইন সাইডে গ্রেটা জড়িত হয় এবং জলাবায়ু সম্পর্কে পড়তে থাকে। জলবায়ু বিষয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করায় শুক্রবার দিনে তার স্কুলের পড়ালেখা বিরতি দিতে হয়, অল্পসময়ে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীরা তার সাথে অনলাইনে সম্পৃক্ত হতে থাকে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০,০০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী তার সাথে যুক্ত হয়েছে। ইউরোপ জুড়ে স্কুল স্ট্রাইক ফর ক্লাইমেট আন্দোলন বিস্তারের কাজ শুরু করে, পরিবেশ সুরক্ষার বিষয় চিন্তা করে সে ভ্রমণের সময় রেলপথ বেছে নিয়েছে। বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের সাথে জলবায়ু সুরক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য এই কিশোরী পুরো ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকে।

২. জাতিসংঘের একটি জলবায়ু সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার জন্য সে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে ভ্রমণ করেছে। পরিবেশগত বিষয়টি চিন্তা করে আকাশ পথে উড়তে সে অস্বীকার করে বরং একটি রেসিং ইয়টে (নৌকা) দু’সপ্তাহ যাত্রা শেষে সভাস্থলে পৌঁছে। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে (২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ) বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে গ্রেটা থানবার্গ বলেছে- ভবিষ্যতের সমস্ত প্রজন্মের চোখ আপনাদের উপর রয়েছে এবং আপনারা যদি আমাদের ব্যর্থ করতে চান তবে আমি বলি - আমরা কখনই আপনাদের ক্ষমা করব না। গ্রেটা আরো বলেছে- শিশুদের জীবন বাঁচাতে, স্বাস্থ্য রক্ষা করতে এবং পড়াশুনা অব্যাহত রাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমর্থন করার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান করছি। গ্রেটা একটি অনলাইন বিবৃতিতে প্রকাশ করেছে- জলবায়ু সঙ্কটের মতো করোনাভাইরাস মহামারিটি একটি শিশু-অধিকার সঙ্কট, এটি এখন এবং দীর্ঘমেয়াদে সমস্ত শিশুকে প্রভাবিত করবে, তবে দুর্বল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সতের বছর বয়সী জলবায়ু কর্মী গ্রেটা করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবেলায় এবং শিশুদের সম্ভাব্য ক্ষতিকর পরিণতি থেকে বাঁচাতে তার পুরস্কারের অর্থ (১০০,০০০ ইউএস ডলার) জাতিসংঘের শিশু তহবিলে দান করছে।

৩. নিনা গমেজ একজন শিশু ‘সবুজ পরিবেশ সুরক্ষাদূত’ বলা হয়। উজ্জ্বল গোলাপী রং এর চেহারার অধিকারী মাত্র ৪ বছর বয়সী নিনা ব্রাজিল দেশে রিও ডি জেনিরোতে পিতামাতার সাথে বসবাস করে। নিনা তার বাবা রিকার্ডো গমেজের সাথে রিও ডি জেনিরো সমুদ্র সৈকতের জল থেকে নিয়মিত আবর্জনা তুলে সাগরের পরিবেশ সুরক্ষা করছে। তার বাবার দৃষ্টিতে “নিনা ইতিমধ্যে সমুদ্রের একটি মিনি-ডিফেন্ডার।” নিনাকে সাথে নিয়ে তার বাবা একটি প্যাডেলবোর্ডে রিও’র গুয়ানাবারা উপসাগরের দূষিত জলের দিকে যাত্রা করেন, যেখানে ছোট মেয়ে নিনা প্লাস্টিকের বোতল এবং ব্যাগগুলি জালে ধরে রাখে। জিজ্ঞেস করা হয়েছে- কেন সে সমুদ্র থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে থাকে? সে উত্তর দেয়- “কারণ মাছ এবং কচ্ছপ মারা যাচ্ছে।” জাতিসংঘের পরিবেশ প্রতিবেদন অনুসারে প্রতি বছর এগারো মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। প্লাস্টিকের ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রের পাখি এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, প্রতি বছর হাজার হাজার সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী প্লাস্টিকের বর্জ্য খেয়ে বা আটকে মারা যায় কিংবা দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করে থাকে। ‘ইন্সটিটিউট মার আরবানোর’ নামে রিওভিত্তিক সামুদ্রিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এই মেরিন জীববিজ্ঞানী রিকার্ডো গমেজ। যিনি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সাগরের পানির নীচের জগত নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। ব্রাজিলের চিকো মেন্ডেস ইনস্টিটিউট ফর বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এর গবেষণা মতে- গুয়ানাবারা উপসাগরে বা আশেপাশে বসবাসকারী পাখি, মাছ, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী মিলে ৪০০টিরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। হাজার হাজার রিও বাসিন্দা মাছ ধরার মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপসাগরের উপর নির্ভর করে। উপসাগরের আশেপাশের এলাকায় এক কোটিরও বেশি মানুষ বাস করে। নিনার বাবা আশা করেন নিনার উদাহরণ, প্রকৃতি প্রেম এবং সহানুভূতি ব্রাজিলের পরিবেশ সুরক্ষায় জনসাধারণের উদাসীনতা কাটিয়ে প্রকৃতি প্রেমি করে তুলবে। উপসাগর এলাকায় বসবাসরত মানুষজন জীবন-জীবিকার জন্য সাগরে গিয়ে জলে বর্জ্য ফেলা থেকে বিরত থাকবে।

৪. করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বিশ্বে ব্যতিক্রমী আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠন “বিশ্ব ধরিত্রী দিবস” পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশে ‘ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিস ও লিটল সিটিজেন্স ফর ক্লাইমেট’ নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে ‘নিরাপদ ধরিত্রী সবুজ অরণ্য, নিশ্চিত করবে দুর্জয় তারুণ্য শ্লোগানে আয়োজন করা হয়েছে ক্লাইমেট স্ট্রাইক অন অনলাইন। তাদের একটি প্রতিবেদন অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে অংশ নিয়েছে উপকূলবর্তী জেলা ভোলার শিশু জলবায়ুকর্মীরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার ও ফেইসবুকে প্ল্যাকার্ড ও ছবি প্রদর্শন এবং ভিডিও বার্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা অংশ গ্রহণ করে। ভোলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মনপুরা থেকে অংশগ্রহণকারী সাবিয়া আক্তার মীম বলে- করোনার মধ্যেও থেমে নেই জলবায়ু পরিবর্তন। মনপুরার ৩ নং সাকুচিয়া ইউনিয়ন ক্রমাগত ভাঙছে। আমরা করোনা নিয়ে কাজ করছি কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনকে নিয়ে উদাসীন। তাই আমার দাবি সংকটকে সংকট মনে করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। চরফ্যাশন উপজেলার আরজু মনি বলে- নিরাপদে বেঁচে থাকতে একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ থাকা আবশ্যক। আর এরকম একটা পৃথিবী আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চাই। আর সেজন্য কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমাতে হবে। বৃক্ষ নিধন বন্ধ করতে হবে। আমাদের কোনো কার্যক্রমে যেন পৃথিবীর ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রাবিকুল নামের একজন শিশু ফেইসবুকে বলে, আজ আমি নিরাপদ পৃথিবী চাই। আমি চাই

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না

শৈবাল এস গমেজ

একবার এক ভাষ্যকার, একটি শিবলিঙ্গ (হিন্দু ধর্মের এক বিশেষ পূজনীয় বিষয় বা বস্তু) তৈরি করবে। তাই সে প্রথমে দু'টি পাথর শনাক্ত করলো। পাথর দুটি মোটামোটি কিছুটা বড়ই ছিল।

যথা সময়ে ভাষ্যকার, শিবলিঙ্গ তৈরী করার জন্য প্রথম পাথরের কাছে আসেন, সে তার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে প্রথম পাথরের কাছে আসে। ভাষ্যকার যখন তার জিনিসগুলো নিয়ে প্রথম পাথরটিকে আঘাত করলো, পাথরটি জোরে চিৎকার করে উঠলো, তাই ভাষ্যকার পাথরটিকে প্রশ্ন করলো-" কি হলো ?" পাথরটি উত্তর দিল- "আমার লাগছে, আমাকে ছেড়ে দাও।" ভাষ্যকার তাই প্রথম পাথরটিকে ছেড়ে দ্বিতীয় পাথরটিকে নিল। এবারও ভাষ্যকার তার জিনিসগুলো দ্বারা যখন দ্বিতীয় পাথরটিকে আঘাত করলো, তখন সেই পাথরটিও চিৎকার করে উঠলো। তাই ভাষ্যকার পাথরটিকে জিজ্ঞাসা করলো- " কি হলো ?"পাথরটি উত্তর দিল- "কিছু না, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও।" তাই ভাষ্যকার তাকে ঘন্টা কয়েকের মধ্যে খুব সুন্দর ও মনমুগ্ধকর একটি শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত করে। পরিশেষে যখন দ্বিতীয় পাথরটিকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া হয় তখন ভাষ্যকার তাকে তার দোকানে রাখে, সাথে প্রথম পাথরটিকেও। এক সময় এক ক্রেতা আসে সেই দোকানে। ক্রেতা যখন দ্বিতীয় পাথরটি দেখে, একনজরেই তা ক্রয় করার আগ্রহ দেখায় এবং ক্রয় করে। এরই সাথে ক্রেতা সেই প্রথম পাথরটিকেও দেখতে পায়, যার কোন আঁকার দেয়া হয় নি, সেই পাথরটিকে দেখে বিক্রেতাকে ক্রেতা প্রশ্ন করে, "আপনার কি এই পাথরটি কোন প্রয়োজন আছে ?" বিক্রেতা -"না, কোন প্রয়োজন নেই।" ক্রেতা-"আমি কি এটা নিতে পারি ? "উওর-"অবশ্যই" .

তাই ক্রেতা সেই পাথর দুটি নেয় এবং পাথর দুটিকে ভিন্ন স্থানে রাখে। দ্বিতীয় পাথরটিকে সেই স্থানেই দেওয়া হয় যা কিনা মন্দিরের সর্বোচ্চ স্থান, পবিত্র স্থান ও ভক্তিপূর্ণ স্থান এবং প্রথম পাথরটিকে রাখা হয় সেই স্থানে যেখানে মন্দিরে মানুষ এসে ঐ পাথরের উপরে জোড়ে আঘাত করে নারকেল ফাটায় ।

প্রিয় পাঠক, গল্পে প্রথম পাথরটির প্রথমেই খুব সুন্দর সুযোগ ছিল, সেই দ্বিতীয় পাথরটির স্থান পাবার । কিন্তু প্রথম পাথরটি একটু কষ্ট সহ্য করতে পারেনি বিধায় তার জন্য পরবর্তীতে আর বেশি কষ্ট এসেছে । তাই আমাদের উচিত এই জীবন পথে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যাতে করে পরবর্তি সময়ে আনন্দে থাকতে পারি॥

বিশ্বজনের মা

লিনুস লামিন

হে মারীয়া বিশ্বাসীদের আশ্রয় মা
ধন্যা তুমি ধন্যা
তোমার আশীষ দানে মা
মোরা হলাম ধন্য
মহাদূতের সংবাদে মা
তুমি হয়েছ বিস্মিত
ঈশ্বর আজ্ঞাতেও মা
তুমি হয়েছ আশ্বস্ত
হে মারীয়া বিশ্বাসীদের আশ্রয় মা
ধন্যা তুমি ধন্যা
বিশ্বজনের মাতা তুমি
তাইতো তোমায় জানাই
হাজারো প্রণাম॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

লিছান রোজারিও
ড্যানিয়েল ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল
২য় শ্রেণি

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বুদাপেস্ট ও স্লোভাকিয়ায় পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক সফর

সেপ্টেম্বর ১২-১৫, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস ইতালির বাইরে ৩৪তম প্রৈরিতিক সফরে গিয়েছিলেন বুদাপেস্ট ও স্লোভাকিয়ায়। এই সফরে তিনি খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি বিশ্বাসীদের ভক্তির সাথে একাত্ম হয়ে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ককে জোরদার করতে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন।

পোপ মহোদয় বুদাপেস্টে যাবেন তা প্রথম ঘোষণা করেন মার্চ ৪, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ইরাক সফর থেকে ফেরার পথে। তখন প্রকাশ করা হয় তিনি খ্রিস্টপ্রসাদীয় মহাকংগ্রেসে উপস্থিত থাকবেন। তাই বুদাপেষ্টে তার সফর হাঙ্গেরীতে রাষ্ট্রীয় সফর নয়। পোপ মহোদয় হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে শুধুমাত্র একটি সকাল থাকেন। যেসময়ে তিনি খ্রিস্টপ্রসাদীয় মহাকংগ্রেসের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং এর পরপরই দেশটির কাথলিক বিশপ, অন্যান্য মণ্ডলী ও ইহুদীদের প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রী ও পোপ মহোদয়ের সাক্ষাৎ ঘটেনি এই সফরে। অভিবাসীদের অভ্যর্থনাকারী সংস্থা সান ইজিডিও'র কাছে এক বার্তায় পোপ মহোদয় তীব্রভাবে ইসলামী উগ্রবাসীদের কর্মকাণ্ডকে সমালোচনা করেন। যাদের কার্যকলাপে সিরিয়া ও ইরাকের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে অনেকে অন্যদেশের আশ্রয় প্রত্যাশী। একই সাথে পোপ মহোদয় সমালোচনা করেন তাদের যারা এই অভিবাসন প্রত্যাসীদেরকে বাঁধা সৃষ্টি করে।

খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসের প্রতি সম্মান: বুদাপেষ্টে যদিও পোপ মহোদয়ের সফর অতি সংক্ষিপ্ত তথাপি মধ্য ইউরোপের জন্য এই সফর অনেক গুরুত্ব বহন করে। এই খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করা থেকেই স্লোভাকিয়া সফরের পরিকল্পনা করা হয়। আন্তর্জাতিক এই খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন এবং খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি করতে চান। ১৯ শতকের শেষের দিকে লিল্লেতে অনুষ্ঠিত প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসকে পোপ ত্রয়োদশ লিও উৎসাহ যোগান যাতে করে খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি আরো জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে পোপ ৫ম পিউস প্রথম অংশগ্রহণ করেন যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। অনেক বছর পরে, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বোম্বেতে ও ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বোগোতাতে পোপ ৬ষ্ঠ পল কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে নাইবোরিতে, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সিউলে এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিউলে, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পোলাণ্ডে এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দে রোমে পোপ সাধু জন পল খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেস আয়োজন করেন। পোপ বেনেডিক্ট তার পোপীয় শাসনকালে অনুষ্ঠিত দু'টি খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসের কোনটিতেই অংশ নিতে পারেননি। পোপ ফ্রান্সিস আরাধনার ও প্রার্থনার এ সুযোগ নিয়ে বুদাপেস্টে খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তী খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে।

ইউরোপের হৃদয়ে যাত্রা: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ; পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক যাত্রার মাত্র একসপ্তাহ আগে তিনি উল্লেখ করেন ভৌগলিক অবস্থান চিন্তা করলে স্লোভাকিয়ায় যাওয়া মানে ইউরোপের হৃদয়ে বা কেন্দ্রে যাওয়া। আধ্যাত্মিকভাবে হৃদয়ে যাত্রা চিন্তা করলে দেখা যায়, স্লোভাকিয়াই মধ্য ইউরোপের প্রথম খ্রিস্টান দেশ। ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রিবিনা ঐ অঞ্চলে প্রথম গির্জা নির্মাণ করেন। প্রায় ১২০০ বছর পর যা আজ একটি খ্রিস্টান দেশ। যার ৬৫% অধিবাসী কাথলিক এবং প্রায় ৮৫% খ্রিস্টান। ২০ বছরের কম্যুনিষ্ট শাসনের পর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে স্লোভাকিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত হয় এবং দেশের উন্নয়নে প্রভূত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

স্লোভাকিয়া নৃগোষ্ঠীদের বৈচিত্র্যতায় ভরপুর। ছোট এই দেশের ৬ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে ১৩টি গোষ্ঠী সংখ্যালঘু। মাগয়ার সম্প্রদায় যারা মূলত স্লোভাক তারাই সংখ্যাগুরু। এছাড়াও রয়েছেঃ রোমা, চেক, পোলিস, রোথেনিয়ান, ইউক্রেনিয়ান এবং জার্মানরা। সঙ্গতকারণেই এখানে রয়েছে বিভিন্ন ভাষাবাসী ও ধর্মীয় বিভিন্নতার উপস্থিতি। কাথলিকদের সাথে আছে ইহুদীরা বিশেষভাবে অর্থডক্স ইহুদীরা। বিভিন্ন ধরণের কাথলিক পরিবারের প্রতিনিধিত্ব এখানে স্পষ্ট। রোমান কাথলিক চার্চের সাথে যুক্ত আছে স্লোভাক গ্রীক-কাথলিক চার্চ। স্লোভাকিয়ার অর্থডক্সদের উপস্থিতি এই অঞ্চলে সাধু মেথোডিস এর বাণীপ্রচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্লোভাকিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রোটেস্ট্যান্টদেরও উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তারা বেশিরভাগই ক্যালবিন বা লুথারপন্থী। পুরাতন শত্রুতা ভুলে স্লোভাকিয়াতে এখন সবাই শান্তিতে সহাবস্থানে আছে।

রোমা অধিবাসীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং: স্লোভাকিয়াতে পোপ ফ্রান্সিসের শেষ কর্মসূচী ছিল কোসিচ এলাকা পরিদর্শন। মধ্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় রোমা অঞ্চল এটি; যেখানে জীবনযাত্রার মান বেশ নিম্নমুখী। কোন কোন পশ্চিম ইউরোপীয়ান রোমার মতো, স্লোভাকিয়ান রোমা দেশজুড়ে বিস্তৃত।

সম্রাজ্ঞী মেরী-তেরেজ ১৭শতকে স্লোভাকিয়ায় অভিযোজন কর্মসূচী শুরু করেন। রোমা গ্রামগুলি স্থায়ী হয়েছে এবং এখানকার অধিবাসীদের কেউ কেউ স্লোভাক পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করছে। তথাপি সংখ্যালঘুদের সার্বিক অংশগ্রহণ অনেক কম। একই চিত্র সমগ্র ইউরোপে॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

আপনারা স্মৃতিতে ভরপুর স্বপ্নবাহক
অসুস্থ ও বয়স্ক পুরোহিতদের প্রতি পোপ মহোদয়

পৌঢ়ত্বে আপনারা অবস্থান করছেন, তা কোন অসুস্থতা নয় কিন্তু বিশেষ সুযোগ বটে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার ইতালির লোম্বার্ডি অঞ্চলের কারাভাজ্জ এলাকায় ভ্রাতৃত্ব দিবস উদযাপনের দিন অসুস্থ ও বয়স্ক পুরোহিতদের উদ্দেশ্য করে পোপ ফ্রান্সিস উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। একটি চিঠিতে তিনি তাদেরকে বাইবেলে বর্ণিত বৃদ্ধ শিমিয়োন ও আন্নার কথা চিন্তা করতে বলেন। কেননা তাদের পৌঢ়ত্বকালেই তাদের জীবনে পূর্ণভাবে মঙ্গলবার্তা প্রবেশ করেছে এবং যিশুকে তাদের কোলে তুলে নিয়ে সকলের কাছে অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করলেন।

বয়স্করা - স্বপ্নবাহক: পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, অসুস্থ ও বয়স্করা শুধুমাত্র সহায়তা গ্রহণকারী ব্যক্তি নয়, তারা সমাজের নায়ক। বয়স্কদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, আপনারা স্বপ্ন বপন করেন, যে স্বপ্নগুলো স্মৃতিতে ভরপুর। তাই তা যুব প্রজন্মের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টীয় জীবন ও কাজে সমৃদ্ধ হবার রস আসে আপনাদের কাছ থেকে । এমনকি অসুস্থ পুরোহিতেরা তাদের কষ্টের সময়ে যন্ত্রণাময় ও ক্রুশ বহনকারী যিশুর অনুরূপ হয়ে ওঠার বিশেষ সুযোগ অভিজ্ঞতা করছেন। যে ধর্মপল্লী বা সমাজ অসুস্থ ও বয়স্কদের যত্ন দান করে তারা যিশুতে গ্রোথিত। পোপ মহোদয় তার বক্তব্যের শেষে সকলকে বয়স্ক ও রোগিদের জন্য এবং তার নিজের নিজের জন্য যিনি কিছুটা বৃদ্ধ এবং অসুস্থ প্রার্থনা করার অনুরোধ করেন।

ভ্রাতৃত্ব দিবস: উক্ত দিবসে মিলানের আর্চবিশপ মারিও দেলপিনি কারাভাজ্জ'র সান্তা মারীয়া দি ফন্তে নামক তীর্থস্থানে খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। খ্রিস্টযাগে বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয় সেসকল প্রয়াত পুরোহিতদের জন্য যারা কোভিড-১৯ এ মারা গেছেন। কোভিডে ইতালির ৩০০ জন পুরোহিতদের মধ্যে ৯২ জন ছিলেন লোম্বার্ডি অঞ্চলের।

বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদ্‌যাপন

শুভ পেরেরা ▯ বিগত ৩০ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার, ঢাকা মহা-ধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

বিশেষ এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সেক্রেটারী ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, বাণীদীপ্তির কো-অডিনেটর সিস্টার মেরীয়ানা গমেজ আরএনডিএম, নটর ডেম ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফাদার সুব্রত বি টলেন্টিনু সিএসসি, ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি, লক্ষ্মীবাজার ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দীপক পিউরীফিকেশন, ব্রাদার রসি সিএসসি সহ মিডিয়াকর্মী, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজসেবক এবং আরও অনেকে। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ প্রথমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। এর পর সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিস্টার মেরিয়ানা গমেজ আরএনডিএম। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তিনি সকলের উদ্দেশে বলেন, আমরা সবাই যেন প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সাথে অর্থপূর্ণ ও ভালকাজের মধ্যদিয়ে যোগাযোগ সৃষ্টি করি এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। এর পর উকান নিউজের রক রনাল্ড ও মিডিয়াকর্মী নিউটন মন্ডল যোগাযোগ দিবস ও এর তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। কিভাবে মানুষের সাথে সুন্দর যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং কিভাবে তা বৃদ্ধি করতে হবে সে সকল বিষয়ে তারা আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার সুব্রত বি টলেন্টিনু সিএসসি এবং সাথে ছিলেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। খ্রিস্টযাগ শেষে মিডিয়াকর্মীদের আবেগ-অনুভূতির কথা সহভাগিতা করা হয়। মিডিয়াতে বাণী সেবা করার জন্য সকল মিডিয়াকর্মীদের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানানোর সাথে কয়েকজনকে উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়। অতপর ২:৩০ মিনিটে প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদ্‌যাপনের সমাপ্তি ঘটে॥

হিজরা জনগোষ্ঠীর সাথে খ্রিস্টান যুবাদের জীবন সংলাপ

সেবাষ্টিনা শাওলী ▯ সৃষ্টি কাল উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাস ব্যাপী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২১ তারিখে সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর বিসিএসএম ইউনিটের সাথে হিজরা জনগোষ্ঠীর তৃতীয় বারের মতো জীবন সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ফাদার লরেন্স লেকাভালী গোমেজ, ইউনিট প্রতিনিধি মিস্ সেবাষ্টিনা শাওলী বাড়ৈসহ অন্যান্য সদস্যরা। সংলাপে হিজরাদের বর্তমান পরিস্থিতে জীবন ধারণ, সমাজের কাছে আশা-প্রত্যাশা ও জীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন।

হিজরারা বলেন, তারাও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি এবং আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষের মতোই রক্ত মাংসের মানুষ। তবুও আর পাঁচজনের মতো পরিবার-সমাজ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা- ভালবাসা পাচ্ছে না। ছুঁড়ে ফেলা নীতির মতো সমাজ থেকে আজ তারা অবহেলিত। সভ্য সমাজ তাদের মাঝে এক উচুঁ দেয়াল তুলে দিয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনী মৌলিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদে আজ তাদের রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছে।

বরিশাল হিজরা জনগোষ্ঠীর গুরু মা কবরী বলেন, অনেক সংস্থা থেকে আসে, দেখে, অনেক প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু পরে আর কোনো খোঁজ খবর নেয় না। কিন্তু আপনারা যে খোঁজ খবর নেন, বাসায় আসেন, এগুলা কয় জনে করে। তোমরা যে ভালবেসে আমাদের কাছে আসো, এটাই তো আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। এখন আমাদেরও মনে হয় আমাদের পিছনে কেউ আছে।

ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে কাজলী হিজরা বলেন, সমাজ যেহেতু তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে, তারা প্রত্যাশা করে সমাজই তাদের সামনের সারিতে তুলে এনে প্রাপ্য সম্মান দেবে।

এরপর যুবাদের পক্ষ থেকে গুরুমার হাতে ফাদার ১৫টি শাড়ি উপহার হিসেবে তুলে দেন।

বিসিএসএম ইউনিটের পক্ষ থেকে সকলের কাছে প্রত্যাশা করি, আমরা যেন অবহেলিত এই জনগোষ্ঠির পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে পারি॥

খ্রিস্টান লেখক-সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সুমন কোড়াইয়া ▯ খ্রিষ্টান লেখক-সাংবাদিকদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা ক্রেডিটের বি কে গুড কনফারেন্স হলে। ১৭ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মুখপত্র পরিষদ বার্তার আয়োজনে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও ঢাকা ক্রেডিটের সহযোগিতায় উক্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: অধিকার

প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টান লেখক-সাংবাদিকদের ভূমিকা।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও। প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক এবং মূলবক্তা হিসেবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও পরিষদ বার্তার সম্পাদক বাসুদেব ধর উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও এসোসিয়েশনের মহাসচিব ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, লেখক ও গবেষক সঞ্জীব দ্রং, খ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিন্দ্র কুমার নাথ। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক প্যাট্রিক ডি'কস্তা, পরিমল পালমা, রাফায়েল পালমা, ভিক্টর কে রোজারিও, মিঠুন রাকমাস, ফারুক সাংমা, লেখক রঞ্জনা বিশ্বাস, লরেন্স রানা, দিপালী এম গমেজসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা ক্রেডিটের মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ম্যানেজার-ইনচার্জ ও পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য সুমন কোড়াইয়া। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন রকি ষ্ট্যানলী রোজারিও।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও অনুষ্ঠানে বলেন, যে সমাজে চিন্তাশীল মানুষ নাই, সে সমাজের মানুষ কখনো উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। লেখকরা আমাদের যারা নেতৃত্ব দেন, তাদের দর্শন ও চিন্তা-চেতনাকে আরও বেশি শাণিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। তিনি লেখালেখিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের নেতা থিওফিল রোজারিও, ডেরিক মলয় নাথ, যোসেফ চৌধুরী ও ভিক্টর রে, লেখক মিনু গরেট্টি কোড়াইয়া, দীনেশ ডি'রোজারিও, রবীন ভাবুক, জুই বি কস্তা, লাকী কোড়াইয়া, জনি ত্রিপুরা, ক্লিনটন ত্রিপুরা, যোসেফ ডি'রোজারিও, বিন্দু সুমন রোজারিও, সিলভেস্টার জুয়েল রোজারিও, এরিক বাড়ৈ, মোশী মণ্ডল, জুলিয়াস অধিকারী, জাসিন্তা আরেং, মিল্টন রোজারিও, অ্যাডভোকেট শিপ্রা দাশ, মারিয়া পাড়ৈ, জুয়েল বৈদ্য প্রমুখ॥

গ্রাম পর্যায়ের ধর্মশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান

সিস্টার সারা বাস্কে সিআইসি ▯ গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের নিজপাড়া ধর্মপল্লীতে সারাদিন ব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী ধর্মপ্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে ৩৪ জন তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপল্লীর ৪২টি গ্রামে শিশু-কিশোরদের পুনর্মিলন (পাপস্বীকার) সংস্কার ও পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের জন্য খ্রিস্টীয় ধর্মশিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করা। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার পিটার সরেন ও সহায়তা করেন ফাদার অভিদিও লাকড়া। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরে শুরু হয় অধিবেশন। শুরুতেই এই প্রশিক্ষণের সেশন প্লান ও প্রস্তুতি সভার পরিকল্পনা লিখিত ভাবে অংশগ্রহণকারীদের হাতে দেওয়া হয় যেন তারা সকলে ভালমত সব বুঝতে পারে। পরে এর প্রধান লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথম অধিবেশন শেষ হবার পর সবাই দুপুরের আহার গ্রহণ করে এবং সেশনে যোগদান করে। সেখানে সবাইকে সৃজনশীল হবার জন্য বলা হয় এবং ধারণাও দেয়া হয়। সকল সেশন শেষ হবার পর পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং আগামী দিনগুলিতে সক্রিয়ভাবে খ্রিস্টীয় ধর্মশিক্ষা দান করে শিশুদের যোগ্যভাবে প্রস্তুত করার জন্য সকলের সহযোগিতার জন্য আহ্বান করেন। প্রশিক্ষণে সহায়তা দান করেন- পাল-পুরোহিত ফাদার পিটার সরেন, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার অভিদিও লাকড়া, সিস্টার আন্তনিয়েতা তপ্ন সিআইসি, সিস্টার সুফলা মিঞ্জি সিআইসি, সিস্টার সারা বাস্কে সিআইসি, সার্বক্ষণিক কাটেখিষ্ট যোসেফ হেম্ব্রম। বিকাল ৪টায় চা পানের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে॥

মা মারীয়ার জন্মদিন পালন

মিসেস ম্যাগী ম্যাগডালিনা ম্রং ▯ প্রতি বছরের মতো এই বছরও আনন্দঘন পরিবেশে গত ৮ সেপ্টেম্বর জলছত্র মিশনে মারীয়ার সেনা সংঘের আয়োজনে ১৫০ জন সদস্যাদের নিয়ে মা মারীয়ার জন্মোৎসব পালন ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে জপমালা শোভাযাত্রার মাধ্যমে সেমিনার শুরু করা হয়। শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দলের সভানেত্রী মিসেস মারীয়া চিরান। রোজারিমালা প্রার্থনার পরপরই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ডনেল ক্রুশ সিএসসি এবং খ্রিস্টযাগে সহভাগিতা করেন ফাদার রবার্ট নকরেক সিএসসি। খ্রিস্টযাগে পাল-পুরোহিত সদস্যাদের মোমবাতি হাতে সেনা সংঘের শপথ পাঠ করান। খ্রিস্টযাগের পরপরই মা মারীয়ার জন্মদিন ও সেনা সংঘের সকল সদস্যাদের সকলের জন্মদিন স্মরণে কেক কাটা হয়। এর পরপরই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লটারী, খেলাধুলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। দুপুরের খাবার-দাবারের মাধ্যমে উক্ত দিনের সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

FIDA INTERNATIONAL BANGLADESH

JOB VACANCY ANNOUNCEMENT

Fida International Bangladesh is a registered INGO working in Bangladesh since 2010. It is funded by the Fida International Finland. Our main goals and objective are to work for the slum dwellers, poor and needy people in the field of health, education and economic sustainable development. Most of our activities are in urban based in Dhaka district, Bangladesh.

We are going to hire the following positions for the Joy & Hope Project under the Fida International Bangladesh. Applications are invited from the qualified and experienced Bangladeshi citizen as follows:

Name of the Post	Positions	Roles & Responsibilities	Qualifications	Experiences	Age Limit
1. Program Monitoring Officer (ERIKS)	01	Following up the work, supporting & strengthening the capacities of local partners on programme aspects	Master Degree in Sociology or any other discipline	At least 5 years working on programme management with NGOs in Bangladesh	35-45 years
2.Finance Monitoring Officer (ERIKS)	01	As above, but on financial aspects.	Master in Accounting /Finance/ Management	At least 5 years working on financial management including internal control with NGOs	35-45 Years
3.DevelopmentCooperation Advisor (Fida)	01	Program cycle management, Capacity Building of partners, Liaison with govt, networking, funding applications	Master Degree in Sociology or any other discipline	At least 5 years for above P.M positions with NGOs in Bangladesh	35-45 Years

Interested candidates are hereby requested to submit their application along with their C.V on or before the **29th of September 2021.** Please apply with your recent Passport size Photograph. National ID's Photocopy, Reference of two non-related leaders with their Mobile Phone and Email address. You need to mention your Email address and Mobile Phone numbers forcontact with you for interview. Please write the Position's name on the top of the Envelope. Salary will be given as per FIB Salary Structure of Bangladesh.

Please note that Fida authority retains the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the requirements of the organization. A short-listed candidate will be called for interview. Please Mail your application to:

The Executive Director
Fida International Bangladesh
346 East Padardia, Satarkul Road
North Badda, Dhaka -2941

Dated:19.09.2021

PS : Also mail your soft copy today to: suvi.muikku@fida.fi, bunchhoeuth.keng@eriksdevelopment.org and george.boidya@fida-bangladesh.com.bd

বিজ্ঞ/২৫২/২১

উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণসহ বিনিয়োগে সহায়তা দিবে
ঢাকা ক্রেডিট

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) উদ্যোক্তা তৈরিতে এক বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যারা উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, করোনা মহামারিতে চাকরি না করে বা চাকরির পাশাপাশি বাড়তি উপার্জনের জন্য ব্যবসা করতে চান, তাদের জন্য ঢাকা ক্রেডিট বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। **প্রশিক্ষণগুলো হলো: গরু মোটা তাজাকরণ, গাভী পালন, মৎস চাষ, ফার্মেসী ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং (অনলাইনে আয়) ও এফ কমার্স।**

আগ্রহী ঢাকা ক্রেডিটের সদস্যগণ সফলভাবে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ব্যবসা শুরু করার জন্য ঋণ হিসাবে **পুঁজিও পাবেন।** তাঁদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য থাকবে **মেন্টরিং (কারিগরি পরামর্শ) সুবিধা।**

চাকরির পরিবর্তে আপনি যদি ব্যবসা করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চান ও অন্যকে চাকরি দিতে চান তাহলে এই সুযোগ আপনার জন্যই। প্রশিক্ষণ নিন, দক্ষ হোন, উপভোগ করুন মর্যাদাশীল জীবন। আপনি আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন **ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয় বা নিকটস্থ সেবাকেন্দ্রে।**

বিস্তারিত জানতে ফোন করুন (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত) :

মি. জোনাস গমেজ, চিফ অফিসার (অপারেশন),
মোবাইল: ০১৭০৯৮১৫৪০২

মি. স্বপন রোজারিও, চিফ অফিসার (প্রোগ্রাম ও প্রটোকল),
মোবাইল: ০১৭০৯৮১৫৪০৫

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

বিজ্ঞ/২৫৪/২১

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা"এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র মাধ্যমিক শাখায় পাঠদানের জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। নিম্নে সহকারী শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদসমূহে আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

ক্রম	পদের নাম	বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
১	সহকারী শিক্ষক (২ টি)	রসায়ন/ পদার্থ/ জীব বিজ্ঞান/ গণিত	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স-মাস্টার্স ও নিবন্ধনকৃত হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ২৫-৩৫ বছর। (নারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে)
২	ক্রেডিট অর্গানাইজার (১ টি)		উচ্চ মাধ্যমিক পাস। ক্রেডিট প্রোগ্রামে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ২০-৩৫ বছর।
৩	গার্ড (১টি)		নূন্যতম অষ্টম শ্রেণি পাশ। বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং বিবাহিত হতে হবে। দম্পতিদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে ।
৩. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারন করা হবে ।
৪. সহকারী শিক্ষক পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
৫. ক্রেডিট অর্গানাইজার ও গার্ড পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। পূর্বে যারা আবেদন করেছেন, তাদের আর আবেদন করবার প্রয়োজন নেই ।

সাধারণ সম্পাদিকা
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ
বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিঃ দ্রঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞ/২৫৩/২১

১৩ বছরের সময়ান্তে.....

যোসেফিন বীণা কোড়াইয়া (বীণাদি)
নতুন কোড়াইয়া বাড়ি, হাসনাবাদ
জন্ম : ১৮ মে, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

"দু'দিনের এই পান্থবাসে
কিসের আশায় আছিস মিশে
বেলা শেষে খেলা ফেলে
যেতে হবে যে ওপার"

হ্যাঁ, বেলা শেষে খেলা শেষ করে 'বীণাদি' ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন ১৩ বছর হয়ে গেলো। স্বপ্ন, আশা আর প্রতীক্ষা আছে বলেই তো মানুষ বেচে থাকে, স্বঁপ্ন দেখে, আশায় বুক বাধে আর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলে। কিন্তু আমরা?

'বীণাদি'-একটি নাম, একটি সোনালী অতীত, একটি সত্তা - যে সত্তাটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মিশে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের মাঝে। ২০০৮ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এই দীর্ঘ ১৩ বছরে আমরা তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলতে পারিনি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, আমাদের কর্মপথ, আমাদের জীবনপ্রবাহের প্রতিটি ধাপে তোমার পদচারণা আমরা অনুভব করি। কিন্তু তুমি কোথায়?

ভগবানকে বলি, যদি তোমাকে তিনি নিয়েই যাবেন তাহলে তোমাকে তিনি কেনইবা পাঠালেন? তোমার অসমাপ্ত অনেক কাজই আমরা সমাপ্ত করতে পারিনি। হয়তো তোমার মত কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা জ্ঞান স্রষ্টা আমাদের দেয়নি।

পেশাগত জীবনেও তুমি সফল শিক্ষক। কারণ তোমার হাতে গড়া শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের গণ্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তারা কেউ তোমাকে ভুলতে পারেনি। আচ্ছা আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে তুমি কেমন আছো? ওখানে ঠাকুরমা, ঠাকুর দাদা, পাপা-মা, পিসিমা-পিসা, নানা-নানু, মাসী-মেসো, ভাই-বোন, বান্ধবীরা, আপনজন, তোমার আদরের শাঁখী, রিকি সবাইকে পেয়েছো। আর আমরা এখন তোমার কাছে অনেক-অনেক দূরের মানুষ তাই না?

পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই তুমি যে স্থানটি জুড়ে ছিলে তা এখনো শূন্যই রয়ে গেছে। কাজ, জীবন সমস্তই চলমান - শুধু তুমি নেই। জানো, হঠাৎ করে কখনো মনে হয় তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা আছে, কোন না পাওয়া জিনিসের খোঁজ হয়তো তোমার কাছেই– কিন্তু হায়রে বিধি! ওপারের বাসিন্দাদের কাছে যাওয়া তো কোন সহজ বিষয় নয়। ভিন্ন পৃথিবী, ভিন্ন পথ-সম্পূর্ণ ভিন্নতায় পরিপূর্ণ তোমার গন্তব্য।

তোমার সাথে আবার কবে আমাদের দেখা হবে জানি না। তারপরও আশা থেকে যায়, স্বপ্ন দেখে যাই, অপেক্ষার প্রহর গুণে চলি তোমার সান্নিধ্য পাবো এই প্রত্যাশায়।

তোমারই আদরের –
রবেন-জেরী, ডেমিয়েন-রেমা, জ্যাকি-কণা, রেমন্ড-খ্রীষ্টিনা, সঞ্জীব-জেসি,
তন্ময়-আঁখি, সৃষ্টি, স্নেহা, অর্ঘ্য, অভয় ও জগত।

বিজ্ঞ/২৫০/২০২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 35
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-৩৫
Regd. No. DA-33
❖ 26 September - 2 October, 2021, ১১ - ১৭ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org